তারে ভাল করে শিখাবো, চন্দ্রের কিরণ চিরকাল্‌টা বিষ বরিষণ করেছে, আজি তাকেও শিখাবো, মলয় সমীরণ যত জ্বালাতন করেছে, আজি তিনি কেমন বিরহিণী জ্বালান তাঁকেও বুঝ্‌বো।

ভাসিলাম আজি আমি সুখ রূপ নীরে।
প্রাণনাথ আসিবেন আমার মন্দিরে॥
সেই পূর্ণ শশধর হইলে উদিত।
মানস কুমুদ মম হবে বিকসিত॥
তাঁহারি দর্শন রূপ তপন কিরণ।
দুঃখময় অন্ধকার করিবে হরণ॥
তাঁহারি বচন সুধা সুখে করি পান।
বিরহ পিপাসা হতে পাব পরিত্রাণ॥
দিন রাত্রি জ্বলিয়াছি বিরহ অনলে।
জুড়াব জীবন আজি মিলনের জলে॥
কোকিল করেছ মোরে যত জ্বালাতন।
প্রাণেশ্বরে বলে তোরে শিখাব এখন॥
জ্বলিয়াছি শশী তব বিষ বরিষণে।
জান না যে প্রাণনাথ জলসার জানে॥
মলয় বাতাস তুমি হুতাশ বাড়াও।
আসিতেছে প্রাণকান্ত ক্ষণেক দাঁড়াও॥
ভ্রমর ভাঙ্গিব তোর জারী জুরি আজ্।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসে যুবরাজ॥
মন্মথ তুমি বা জান কতই সন্ধান।
মন্মথের হাতে আজি নাই পরিত্রাণ॥
দিয়াছ রমণী পেয়ে যতেক বেদনা।
পাইলে তাহার শাস্তি হইবে চেতনা॥

তুমি হে বসন্ত জানি দুরন্ত নিতান্ত।
আসিতেছে প্রাণকান্ত তোমার কৃতান্ত॥
নিষ্ঠুর কুসুম তোর বড়ই সৌরভ।
প্রাণনাথ আজি সব ভাঙ্গিবে গৌরব॥
যন্ত্রণা দিয়াছ যত বুঝিব এখন।
মন্ত্রণা করিয়া নাথ করিবে শাসন॥

(ক্ষণেক অন্যমনা হইয়া) কখন বেশ ভূষার প্রতি মনযোগ করি নাই, আজি কেন সে দিকে মন যাচ্চে? (দর্পণ লইয়া) চুল গুলো কেমন এলো থেলো হয়ে রয়েছে, ভাল করে বাঁধ্তে হবে। (বিরক্ত হইয়া) আঃ কাল মত্তে রাত জাগ্তে গিছলেম, চোক দুটো রাঙ্গা জবাফুল হয়ে রয়েছে (সর্ব্বাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া) বর্ণটা কেমন কালির মত হয়েছে, মুখ শুকয়ে গেছে। এ বেশ প্রাণনাথকে কেমন করে দেখাবো? হা! ছেলে বেলা বিধবা হয়েছি, কখন তো চুলের দিকে চেয়ে দেখিনে, আপনার শরীরের দিকে ফিরে দেখিনে, কেবল পশুর মত খেয়েছি আর ঘুময়েছি, এখন আর্শিতে মুখ দেখে কেমন লজ্জা কচ্চে। যাহোক্ চুলটো বাঁধি, আর গাটা পুঁছি, আর চোকে একটু গোলাপ জল দেব কি? তাই দেই, তবু চোক টো কিছু ফরসা হবে। সকালে যদি শুন্তাম, তা হলে স্নান করতেম, তবু একটু ভাল দেখাতো। যাই, এখন মার কাছে যাই, কাল বিয়ে দেখ্তে গিছলেম, জান্তে পেরেছেন কি না দেখিগে।

[সুলোচনার প্রস্থান।

অদ্বৈত দত্তের অন্তঃপুর।

মোহিনী ও হর এক গৃহে উপস্থিত।

হর। ভাই তোর তো এখন নূতন জামাই হলো, কত লোকে কত বলেছিল, বিয়ে কেউ হাত দিয়ে রাখ্‌তে পাল্লে? আগে মনে করেছিলেম কেউ আস্‌বে না, শেষে বিয়ের রেতে দেখি না সকলেই এলো। ঐ পোড়ারমুখো ভট্‌চায্যি গুলো বিদেয় পর্য্যন্ত নে গেছে। আর ভাই কত লোক লুকুয়ে এসেছেল তা জানিস্? ঘোষেদের বাড়ীর গিন্নী কেমন তা তো শুনেছিস্, তাঁর মেয়ে আর বৌ লুকুয়ে এসে, সমস্ত রাত কত আমোদ কর্‌লে।

মোহিনী। ভাই, কোন্ মেয়েটী ঘোষেদের বাড়ীর বল্ দেখি? ঐ যার নাম স্বলোচনা?

হর। হাঁ ভাই, তোর কি মনে নাই, কাল বাসরঘরে বরের সঙ্গে কত আমোদ কর্‌লে? স্বলোচনা ভাই বড় আমুদে মানুষ।

মোহিনী। ভাই যা বলিস যা কোস্, মেয়েটীর রকম ভাল ঠেকে না, কেমন উচ্‌কা উচ্‌কা বোধ হয়।

হর। তোর বোন্ কেমন কথা, স্বলোচনার মত মেয়ে কার ঘরে কটা আছে? এক দিন তোমার বাড়ীতে বিয়ে দেখ্‌তে এসেছেল, তাইতে তুমি তার রকম ভাল দেখ্‌লে না। ছেলে বেলা অমন রকম হয়ে পর্য্যন্ত কারর সঙ্গে মুখ তুলে কথা কয় না।

মোহিনী। আমার ভাই কারর কথা কারো সঙ্গে

বলা অভ্যাস নাই, তুই যদি আগে বল্লি তবে একটা কথা বলি, কাকেও বলিস্‌নে। আমি ভাই দেখে অবাক হয়েছি।

হর। তুই কি থেকে থেকে স্বপ্ন দেখ্‌তেছিস ? দুদণ্ডের মধ্যে এত কি দেখেছিস্‌ বুঝ্‌তে পারিনে।

মোহিনী। আগে শোন্‌, তার পর আমার দোষ দিস্‌। কাল্‌ ভাই তোরা তো স্ত্রী আচার করে উপরে গেলি, আমি কন্যাযাত্র কত হয়েছে, বাহিরের দিকে দেখ্‌তে গেলেম, তা বল্লে না পেত্তায় যাবি, ভাই ও পাশের ঘরে আমাদের মন্মথের সঙ্গে সুলোচনা কথা কচ্চে দেখ্‌লেম। আমি ভাই তাই দেখে দুদণ্ড অবাক্‌ হয়ে রইলেম, একবার মনে কল্লেম মন্মথের সঙ্গে বুঝি কি সম্পর্ক আছে, তার পর ভাব্‌লেম তাই বা কেমন করে হবে, মন্মথ আমাদের ঘরের ছেলে, ওর সঙ্গে সম্পর্ক থাক্‌লে আমরা আর জান্‌তেম না। এই কথা মনে কচ্চে কচ্চে, দেখি যে রসবতী নাপ্তেনী সেই ঘরে থেকে বেরয়ে এলো, তখন সব বুঝ্‌লেম। তার পর ভাই আমি নাপ্তে-নীকে দেখেও না দেখে আর এক দিকে চলে গেলেম। কে জানে মা, না দেখে শুনে কারর কোন কথা বল্লে পাপ হয়, এ আপনার চোকে দেখ্‌লেম তাই বল্লেম। ঐ যে নাপ্তেনী আসে, উনি এক জন কম পাত্র নন, ওঁর অসাধ্য কর্ম্ম নাই, ওঁর সঙ্গে যখন সুলোচনার এত মিলেছে, তখন ভেতরে একটা কিছু কথা আছে তার আর সন্দেহ নাই।

হর। কে জানে বোন, তোর কথা শুনে আমার হরি ভক্তি উড়ে গেছে। আমি জান্‌তেম সুলোচনা বড় ভাল মেয়ে, একটু বাচাল হোগ, রীত চরিত্তির ভাই ভাল

শুনেছিলেম। কার মনে কি আছে তা কে বল্‌তে পারে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ঐ জন্যে কাল স্থলোচনাকে আর রসবতীকে অনেক ক্ষণ দেখ্‌তে পাইনে, দুজনে বুঝি ঐ কর্‌তেছেল, যা হোক বোন, আমাদের ও কথায় কোন কথা কয়ে কাজ নাই।

মোহিনী। মন্মথ ঘরের ছেলে, উরির জন্যে ভাবনা হয়, তা না হলে পরের জন্যে কে কোথায় ভাবে? আর সে ভাবনায় ফল বা কি। ভাই এই জন্যে কর্ত্তা বলেন, যে রাঁড়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, তা ভালই হয়েছে। আর বাপ মাকে কোন যন্ত্রণা সইতে হবে না। এই দেখ্‌দেখি স্থলোচনা এমন ঘরের মেয়ে, যদি ভাল মন্দ কিছু ঘটে, তবে তার বাপ মার কি লজ্জা রাখ্‌বার ঠাঁই থাক্‌বে? তাদের বেঁচে মরে থাকা হবে, এর কত্তে বিয়ে দেওয়া ভাল নয়? সে যা হোগ, এখন স্থলোচনার কথা যা শুন্‌লি, যেন কোথা ও গল্প টল্প করিস্‌নে, একে আমাদের বাড়ী লুকয়ে এসেছিল, তাতে এসব কথা প্রকাশ হলে, আমাদের সকলে লজ্জা দেবে। ভাই এত জান্‌লে ওদের আন্‌তে বারণ কত্তেম।

হর। তুই ভাই পাগল হয়েছিস্‌, এই কথা আমি আবার কাকেও বল্‌বো, একি বল্‌বার কথা। এখন আয়, বর কনে পাঠাবার উদ্যোগ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর।

স্লোচনা ও সুখময়ী উপস্থিত।

সুখময়ী। ঠাকুরঝি, আজ্ যে তোকে বড় ব্যস্ত দেখ্‌তেছি? যেন কত কর্ম্মই না হাতে আছে। একবার কোথাও দুদণ্ড স্থির হয়ে বস্‌তেছিস্‌নে, কারণ কি বল্‌দেখি?

স্লোচনা। তুই কেবল সকলকে ব্যস্তই দেখিস্ বৈ তো হয়। আমার আর কি কর্ম্ম আছে, তা ব্যস্ত হব? কাল্ রাত জেগে ভাই বড় অসুখ হয়েছে, যাই, সকাল সকাল শুইগে। মায়ের খাবার দাবার সব রেখে এলেম।

সুখময়ী। (স্লোচনার বদন নিরীক্ষণ করিয়া) ইস্! ঠাকুরঝির যে আজ্ বড় বাহার! চুল বাঁধা হয়েছে, টিপ পরা হয়েছে (হাসিতে হাসিতে) আবার গায়ে কি একটু মাখা হয়েছে! আজ্ তোর এত ফুর্‌তি কেন বল্ দেখি?

স্লোচনা। ও কথা আর বলিস্‌নে, আজ্ মানুষের কাছে বেরুতে লজ্জা কচ্চে। দিদিকে মাথাটা আঁচ্‌ড়ে দিতে বল্লেম, তা আঁচ্‌ড়াতে আঁচ্‌ড়াতে বল্লে, চুল বাঁধ্‌লে তোকে কেমন দেখায় কখন দেখি নাই, আজ্ তোর চুল বেঁধে দেই। তা ভাই বারণ কর্‌তে কর্‌তে চুল বেঁধে দিলে, তার পর টিপও পরিয়ে দিলে। অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়্ চড়্ কর্‌ছে।

সুখময়ী। মা দেখ্‌তে পেলে এখুনি গাল দিয়ে ভূত ছাড়া কর্‌বে। একেতো ও পাড়ায় রাঁড়ের বিয়ে হয়েছে শুনে ক দিন আপনা আপনি কত বক্‌ছেন, তাতে তোর চুল বাঁধা টিপ পরা দেখ্‌লে, কাকেও আস্ত রাখ্‌বেন না।

কাল্ রেতে শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে পাচ্ছিলেম, কর্ত্তা বল্‌ছে-ছিলেন, বিধবার বিয়ের ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু দেশাচার বিরুদ্ধ, শুন্‌তে লজ্জা করে, এ কর্ম্ম কি ভদ্রলোকে করবে ?

স্থলোচনা। অমন দেশাচারের মুখে আগুন। শুন্‌তে লজ্জা করে, ভাব্‌তে লজ্জা করে, এ সব কথা বলা সহজ বটে কিন্তু যারা যন্ত্রণা সয় তারাই জানে, এ দেশে বিধবা হওয়া কত পাপের ভোগ। দাসী বৃত্তি করে কাল্ কাটান ভাল, দিনান্তে অর্দ্ধাশন ভাল, ভিক্ষা করে প্রাণ ধারণ করা ভাল, এ দেশে বিধবা হওয়া ভাল নয়। ভেবে দেখ দেখি আমাদের বেঁচে থাক্‌বার ফল কি ? পোড়া দেশের লোক এ দিকে শাস্ত্র দেখায়, যে স্ত্রী লোকের স্বামী বই আর নাই, কিন্তু যাদের স্বামী নাই তাদের যে কি গতি তা একবারও ভাবে না। কথায় কথায় ধর্ম্ম দেখায়, ধর্ম্ম যে কিসে থাকে তা দেখে না। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিতে বলে। তা ভাই যে যা বলে বলুক, আমাদের তো কিছু বল্‌বার যো নাই, কথায় বলে বেঁধে মারে সয় ভাল, আমাদের তাই হয়েছে। এখন ভাই যাই, বড় ঘুম পাচ্ছে শুইগে।

স্থখময়ী। ঠাকুরঝি, ঘরে একলা ঘুমবার জন্যে কি চুল বাঁধ্‌লি, টিপ পর্‌লি, অমন বাহার নিতে কে বলেছেল ?

স্থলোচনা। তোর আর রঙ্গ দেখে বাঁচিনে, যাই এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

স্নুলোচনার শয়ন মন্দির।

স্নুলোচনা। (দ্বার রুদ্ধ করিয়া) (স্বগত) এই তো সব কর্ম্ম সারা হলো, এখন যার জন্য এত বেশ ভূষা করলেম, তিনি এলেই আশা পূর্ণ হয়, নতুবা বৌ যা বলে, কেবল ঘুমবার জন্য চুল বাঁধা হবে। রসবতী যখন নিশ্চিত বলে গেছে, তখন আসবেন তার আর সন্দেহ নাই, তা নইলে এসে বলে যেতো। ঐ যেন জানলার নীচে কি শব্দ হলো না? (গবাক্ষের নিকট গিয়া) এই শিঁড়ী দেছে! কখন কি কল্লে? রসবতী তো এ বিষয়ে ভাল নিপুণ, সব ঠিক করেছে (পালঙ্কোপরি উপ্থান করিয়া) হা! এতদিনের আশা আজি বুঝি পূর্ণ হলো, গগণের চন্দ্র তুল্য তাঁকে দূর হতে নিরীক্ষণ করেছিলেম, অদ্য বুঝি সেই চন্দ্র হস্তে ধারণ কর্‌তে পার্‌বো। হা! কালের কি বিচিত্র গতি! পূর্ব্বে অন্তঃকরণ কি ভাবে ছিল, এক্ষণে কি আশ্চর্য্যরূপে সে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে! কেবল আহার নিদ্রা ও মিথ্যা গল্পে সময় ক্ষেপ কর্‌তাম, জীবনের যে আর কি স্নুখ আছে কিছুমাত্র জান্‌তেম না, এক্ষণে সে ভাবের বিনিময়ে আর এক নূতন স্নুখ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। হা! কয়েক দিবসাবধি তাঁকে নির্জ্জনে দেখ্‌বার আশায় অন্তঃকরণকে কত রূপে তৃপ্তি করেছি! এক্ষণে কি রূপে তাঁকে সন্তুষ্ট কর্‌বো, কি রূপ আলাপ তাঁর মন মত হবে, কি রূপ বেশ ভূষায় তাঁকে মুগ্ধ কর্‌বো, মনে মনে এই সকল কল্পনা নিয়তই কর্‌তেছি। পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টি ক্ষেপ কর্‌তেম না, কাল্ কি কর্‌বো কি হবে তিলার্দ্ধ চিন্তা কর্‌তেম না, ভাবী

কাল কেবল অন্ধকারময় বোধ কর্‌তেম, এক্ষণে সেই প্রাণ-কান্তের সন্তোষ জন্য কত নূতন নূতন কৌশল মনে মনে স্থির কর্‌তেছি, পুনরায় সাক্ষাৎ হলে এই বল্‌বো—এই কর্‌বো, মনে মনে কত রূপ যুক্তি স্থির কর্‌তেছি। এক্ষণে নিশ্চিত বোধ হচ্ছে, জীবিত থেকে এ সুখ হতে বঞ্চিত হওনাপেক্ষা মৃত্যুও ভাল। কিন্তু এই অপর্য্যাপ্ত আনন্দের মধ্যে এক এক বার কেন অসুখ বোধ হচ্ছে? মনে মনে কেন ঘৃণার উদয় হচ্ছে? (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ, অসু-খের কারণ বুঝ্‌তে পার্‌তেছি। আমি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী নহি, পতি ভাবে তাঁকে চিন্তা কর্‌তে পারব না, এই বিষয় প্রকাশ হলে লোকে আমাকে ব্যভিচারিণী বল্‌বে, এই জন্য অন্তঃকরণে সন্দেহের উদয় হচ্ছে। হা! ইহার উপায় কি! নিষ্ঠুর দেশের নিয়মে আমাদের যাবজ্জীবন বৈধব্য শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছে—স্ত্রী জাতির কেবল পতি সুখই সুখ, সেই সুখ হতে বঞ্চিত করেছে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) দূর হউক, এ কথা অনেক ভেবেছি, আর কত ভাব্‌বো। (ক্ষণেক পরে) ঐ যে জানালা দিয়ে উট্‌তেছে (দৃষ্টি করিয়া) হাঁ তিনিই বটে, আপনি গিয়ে খাটের উপর বসাই, আমার ঘরে এসেছেন, আমার লজ্জা কল্লে চল্‌বে না।

মন্মথের প্রবেশ।

মন্মথ। (গৃহে প্রবেশ করিয়া) কি গো গৃহিণী চিন্‌তে পার?

সুলোচনা। (হাসিয়া) ওমা! এত রাত্রে মেয়ে মানুষের ঘরে এ কে এলো! তুমি কে গা, এখানে কি জন্যে এলে?

মন্মথ। তাই তো গা এ কোথায় এলেম! আমি ভাই পথিক ভিক্ষুক কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাই।

সুলোচনা। পথ ভুলে এসেছ বটে? এত রাত্রে পথিক ভিক্ষুক? এ কেমন পথ, কেমন ভিক্ষা গো!

মন্মথ। কেমন পথ কেমন ভিক্ষা বুঝ্‌তে পাল্লে না?

বিরহ ক্ষুধায় আমি নিতান্ত অসুখী।
প্রেম ভিক্ষা তাই আমি চাই বিধুমুখি॥
তোমার যৌবন পথে আমি লো পথিক।
ভিক্ষা দিয়ে তুষ্ট কর চাহি না অধিক॥
অতিথির সেবা দেখ শাস্ত্রের বিধান।
তৃষিত অতিথে প্রিয়ে স্থান দেহ দান॥

কেমন পথ, কেমন ভিক্ষা এখন বুঝ্‌লে?

সুলোচনা। ভাই এখনকার কালে অজ্ঞাত পথিককে স্থান দেওয়াই কঠিন, তোমার কি রূপ স্বভাব কিছু মাত্র জানি নে।

মন্মথ। আমাকে কি চোর বিবেচনা কর? তোমার কি ধন আছে তা আমি হরণ করবো।

সুলোচনা। আমি নিতান্ত দুঃখিনী, আর কোন ধন নাই, একমাত্র ধন আছে সেই জন্যই ভয় করি।

নিতান্ত দুঃখিনী আমি অন্য ধন নাই।
এক মাত্র আছে ধন ভয় করি তাই॥
বিদেশী অতিথিবেশ করিয়া ধারণ।
মন ধন যদি তুমি করহ হরণ॥
মন নিয়ে যদি ফিরে নাহি দেহ সখা।
বিদেশী পথিক তুমি কোথা পাব দেখা॥
ভিখারীর বেশ বুঝি সকলি কল্পনা।
ললনার মন নিতে করেছ ছলনা॥
ধীরে ধীরে ফিরে যাও প্রেমের ভিক্ষারী।
চোর বলে ধরিবেক কলঙ্কের দ্বারী॥

মন্মথ। তোমার মন হরণ করবো এই ভয় করতেছ? প্রত্যয় জন্য অজ্ঞাত পথিথের মন বোধ স্বরূপ আগে রেখে, শেষে স্থান দেও, তা হলে তো আর সে ভয় থাকবে না।

মন বাঁধা রেখে প্রিয়ে স্থান দেহ ঘরে।
আপনার মন বুঝে মন দিও পরে॥
যদি হে তোমার মন যাই চুরি করে।
অতিথির মন তুমি নাহি দিও ফিরে॥
উভয়ে উভয় মন করিয়া হরণ।
গৃহে গিয়ে উভয়েরে করিব স্মরণ॥
চোরা মন কোন জন রাখিবে না বাঁধা।
দুজনার মন তবে থাকিবে লো বাঁধা॥

সুলোচনা। আর কাজ নাই, তুমি যেমন অতিথি তোমারে চিনেছি, অতিথের সেবা আবশ্যক করে, এখন পালঙ্গে বসো। (পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে সেই দেখা আর এই দেখা, ভাল আছ?

মন্মথ। তোমার অদর্শনে যেমন থাকা সম্ভব, তেমনি

আছি। তুমি যার প্রতি সদয় থাক, সে কি কখন ভাল ভিন্ন মন্দ থাকে? তুমি যেমন রাখ্‌বে তেম্‌নি থাকবো।

সুলোচনা। ভাই তুমি অনেক জান, আমরা স্ত্রীলোক কখন পর পুরুষের সঙ্গে আলাপ করি নাই, তোমার মত কথা কোথা শিখ্‌বো? কিন্তু যদিও কখন এ ব্রতে ব্রতী হই নাই, যে রূপ শুন্‌তে পাই, তাতে মনে মনে বড় ভয় হয়। লোকে বলে বালির বাঁধ আর পুরুষের প্রেম, প্রথমে বেশ হয় শেষ রয়না, যদি আমার অদৃষ্টে তাই ঘটে, তবে কি হবে বল দেখি?

মন্মথ। কি বল্লে বিধুমুখি প্রণয় শেষ রয় না? কোন্ অপ্রেমিকের কাছে এ কথা শুনেছ? সত্য প্রণয়ের কি ক্ষয় আছে? যত দিন সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদয় হয়, যত দিন ভূমিকম্প হয়, যত দিন এই ক্ষণস্থায়ী দেহে প্রাণ-বায়ু অবস্থান করে, তত দিন কি যথার্থ প্রণয়ের ক্ষয় হয়?

কি বলিলে বিধুমুখি অসম্ভব কথা।
যথার্থ প্রেমের হ্রাস দেখি নে লো কোথা॥
অসার সংসারে দেখ কিছু নাহি রয়।
এই আছে সেই বটে পুনঃ হয় লয়॥
বহু যত্নে অর্থ দেখ হয় উপার্জ্জন।
কত দিকে কত রূপে করয়ে গমন॥
দশ জন মাঝে লোকে যশ লাভ করে।
কর্ম্ম দোষে সেই যশ ক্ষয় হয় পরে॥
যৌবনের গর্ব্ব দেখ আগে কত হয়।
বিধুমুখি সেই গর্ব্ব কত দিন রয়॥
এক বার প্রেম-ডোরে বদ্ধ হলে মন।
সে প্রেম কি যায় কভু থাকিতে জীবন॥

খলের ছলের প্রেম হয় বটে ক্ষয়।
বিধুমুখি সেই প্রেম রয় কি না রয়॥
ভাই পর আপনার হলে সে কি আর পর হয়?

স্থলোচনা। আর পরের কথা ভাব্‌তে পারি না। এখন মেয়ে মানুষের মন নিয়ে তো পালাবে না? এই দেখা হলো, আবার কবে দেখা হবে?

মন্মথ। কেন, রসবতী তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার যে উপায় করে দেছে, তাতে প্রতি রাত্রে আস্‌তে পারি, তুমি আস্‌তে দিলে হয়।

স্থলোচনা। আর রঙ্গে কাজ নাই, কুথায় বলে "ভবী ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথা"। আমি তোমাকে আস্‌তে দেব না? এখন ক্রমে রাত অধিক হচ্চে নিদ্রা যাও।

[উভয়ের নিদ্রা।

কীর্ত্তিরাম ঘোষের বাটীর বহির্ভাগ।

শ্যামাচরণ মিত্রের প্রবেশ।

শ্যামাচরণ। কিগো ঘোষজা, বিধবার বিয়ে হবে না বলে যে কত ঝকড়া করেছিলে, এখন রাখতে পাল্লে। মানুষের ভ্রম আর কত দিন থাকে?

কীর্ত্তিরাম। আর ও কথা ভাই বলো না, আমাদের

শাস্ত্রেই তো আছে শেষে সব একাকার হবে, এখন তাই হতে চল্লো। তবু মিত্রজা, তুমি কি মনে কর এই কর্ম্ম সকল স্থানে চল্‌বে? যাদের মানের ভয়, ধর্ম্মের ভয় আছে তারা কি এতে যাবে?

শ্যামাচরণ। এখনও চল্‌বে জিজ্ঞাসা কর্‌তেছ? শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রকাশ হয়েছে, আর কি কেউ বিয়ে রাখ্‌তে পারে?

কীর্ত্তিরাম। তুমি কি মনে করেছ, ধর্ম্ম একেবারেই গেছে হে? আর এই আইন কি সত্য সত্যই প্রচলিত হবে?

শ্যামাচরণ। কেন, রাজার কি ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, কতকগুলিন মিথ্যা আপত্তি শুনে ক্ষান্ত হবেন? বিশেষতঃ আপনি কি একথা ভ্রমেও বিবেচনা করে দেখ্‌বেন না, যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে দেশের কত উপকার হবে, ভ্রূণহত্যা, ব্যভিচার দোষ, প্রভৃতি কত পাপের হ্রাস হবে, যাবজ্জীবন পতিশোক প্রভৃতি কত যন্ত্রণার সমতা হবে?

কীর্ত্তিরাম। ভাই তোমার এই সকল কথা শুনে বড় বিরক্ত হতে হয়। ভ্রূণ হত্যা, ব্যভিচার দোষ এক যাই বল্‌তেছ, ঐ সকল ঘটনা কটা হয়ে থাকে? কালে ভদ্রে কখন কখন যা হয়ে থাকে, তা কি বিধবাদের বিবাহ দিলেই নিবারণ হবে? যে সকল দেশে বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রচলিত আছে, সে সকল দেশে কি ব্যভিচার দোষ নাই?

শ্যামাচরণ। ঘোষজা! এ তোমার নিতান্ত ভ্রম দেখ-তেছি। বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রচলিত হলে, ব্যভিচার দোষ সমূলে নির্ম্মূল হবে এমত নয়, পাপ শূন্য দেশ কুত্রাপি নাই, তবে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, যে সকল কারণে

পাপের উৎপত্তি হয়, তাহা অনুধাবন করে যত নিবারণ করা যেতে পারে চেষ্টা করা উচিত। যখন নিশ্চিত দেখ্‌তেছি, অধিকাংশ বিধবারাই ব্যভিচারিণী হয়, তখন যাতে তার নিবারণ হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ দুর্ভাগা বিধবাদের দোষ কি বল দেখি ? একে রমণীর অন্তঃ-করণ স্বভাবতঃ কোমল, তাতে তারা স্বামী অভাবে সম্পূর্ণ রূপে আশ্রয়হীনা হয়, এ স্থলে এমত কি কর্ম্ম আছে যাহা তাহাদিগের দ্বারা না হতে পারে ? বল দেখি বাল্য কালে কন্যা বিধবা হইলে তার পিতা মাতা আত্মীয়গণের অন্তঃ-করণ কি রূপ হয় ? ঐ অভাগিনীর ভবিষ্যৎ যন্ত্রণা চিন্তা কর্‌লে কাহার অন্তঃকরণ শোকার্দ্র না হয় ? কোন্ পাষাণ অন্তঃকরণ এমত নিষ্ঠুর আছে, যে ঐ চিরদুঃখিনীর দুঃখে দুঃখিত না হয় ? হাঁ, ইহা আমি স্বীকার করি, যে কন্যা বিধবা হলে সকলেই প্রত্যাশা ও ইচ্ছা করেন, যে বিধি লিপি কেহই খণ্ডন কর্‌তে পারে না, এক্ষণে দেশের নিয়মানুযায়ী কন্যা সৎপথাবলম্বী হয়ে থাক্‌লেই পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, কিন্তু ঐ দুর্ভাগা রমণী যাবজ্জীবন যে রূপ ক্লেশে কাল যাপন কর্‌বে, তা ক্ষণ কাল চিন্তা কর্‌লে, কাহার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক না হবে ? বিধবা হলেই কি রমণীর মন পাষাণময় হয় ? না জগদীশ্বর প্রদত্ত মনুষ্য জাতির স্বভাব সিদ্ধ সংস্কারাদি এক কালীন লয় পায় ? স্বামী অভাবে স্ত্রী লোকের জীবিত থাকার ফল কি বল দেখি ?

কীর্ত্তিরাম। আপনি যা বল্লেন তা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু একটা কথা বিবেচনা করুন দেখি, যে বিধবাদের মনঃস্থির কর্‌বার জন্য আমাদের নিয়ম কর্ত্তারা কত উপায়

করে দেছেন? কেবল কাম রিপুর শান্তি কি মনুষ্য জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য? বিধবারা ব্রতাদি প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকুক, যাদের সন্তানাদি আছে তারা সেই সন্তান লালন পালন করুক, কিছুতেই কি তাদের মনঃ স্থির হবে না?

শ্যামাচরণ। আপনার ভ্রম কোন ক্রমেই দূর হবে না। আপনি বল্‌তেছেন, বিধবারা ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনঃ স্থির করুক, ভাল, যারা সে রূপে মন স্থির কর্‌তে অক্ষম হবে তাদের উপায় কি কর্‌লেন? সেই নিয়ম উত্তম বল্‌বো যদ্দ্বারা তাবতের ক্লেশ নিবারণ হয়—যদ্দ্বারা তাবতের অভাব দূর হয়। যে সকল দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল দেশে তাবৎ বিধবারাই বিবাহ করে এমন নয়। যারা ইচ্ছা করে তাদের নিষেধক কোন নিয়ম নাই, এদেশে সেইরূপ হওয়াই উচিত। বিধবা হলে নিশ্চিত বিবাহ কর্‌তে হবে এমন নয়। অতএব বিবেচনা করুন দেখি, বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রচলিত হওয়া উচিত কি না? বিশেষতঃ আপনি বল্‌তেছেন যে কেবল কাম রিপুর শান্তি কি মনুষ্য জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য? ইহা আপনার আরও ভ্রম দেখতেছি, বিবাহ যদি কাম রিপুর শান্তি জন্যই হয়, তবে মনুষ্য ও পশু জাতিতে প্রভেদ কি রইলো? আপনার যদি এরূপ ধারণা হয়ে থাকে, তবে বিবাহের যে সুখ তাহা আপনি আদৌ জ্ঞাত হন নাই।

কীর্ত্তিরাম। যা বলুন মহাশয়, জীবন থাক্‌তে এ বিষয়ে সম্মত হব না, কিন্তু ইহাও বিলক্ষণ বুঝেছি যে আমাদের সন্তানেরা এ কর্ম্ম কর্‌তে ক্ষান্ত থাক্‌বে না। যে কটা দিন বেঁচে আছি, এ কর্ম্ম গুলা যেন না দেখ্‌তে হয়।

শ্যামাচরণ। বেঁচে থাকলে কত কি দেখতে হবে, সে ভাবনা আগে কল্লে কি হবে। এখন চল্লেম।

কীর্ত্তিরাম। আসুন।

[শ্যামাচরণ মিত্রের প্রস্থান।

অন্তঃপুর-সুলোচনা উপস্থিত।

রসবতীর প্রবেশ।

রসবতী। কি গো দিদি ঠাকরুণ চিন্‌তে পার ?

সুলোচনা। এই যে নাপ্তেনী এসেছিস্, ভালই হয়েছে। তুই কি ঠাট বদ্‌লে এসেছিস্ লো, তা তোকে চিন্‌তে পারবো না ?

রসবতী। জানি কি ভাই, সকল দিন তো মানুষের সমান যায় না। কথায় বলে "বিয়ে ফুরালে ছাঁদ্‌লায় নাথী" যদি তাই হয়ে থাকে।

সুলোচনা। তুই কি আপনার মত সকলকে দেখিস্ লো ? "বিয়ে ফুরুলে ছাঁদ্‌লায় নাথী" বল্‌তেছিস্, এর মধ্যে কি বিয়ে ফুর্‌য়ে গেল ? এই সবে আরম্ভ, এখনও অনেক বাকী আছে।

রসবতী। তবে ভাই, এখন রোজ দেখা হয় কি না বল দেখি ?

সুলোচনা। (সজল নয়নে) সে কথা আর তোকে কি

বল্‌বো। আজ্ তিন দিন আসেন্ নাই। কি জন্যে যে আসেন্ না তা বল্‌তে পারি না। এর বৃত্তান্ত কি বল্ দেখি?

রসবতী। ভাই এর আমি কিছুই জানি না; প্রায় এক মাস হলো মন্মথ বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।

স্থলোচনা। তিনি যে আমার চক্ষের পুত্তুলিকা হয়েছেন তা তো তিনি এক বার ভুলেও ভাবেন না, আমি যে তাঁকে রাত্রি দিন ধ্যান কর্‌তেছি, তা তো তিনি জেনেও জানেন না। পতি সেবা কেমন কখনও জানি নে, তাঁহার সেবাতেই যে সে আকাঙ্ক্ষা পরিতুষ্ট কর্‌তেছি, তা তো তিনি বুঝেও বুঝ্‌লেন না। পুরুষ জাতিকে যে নিষ্ঠুর বলে, তা এখন ভাল করে জান্‌লেম। (ক্ষণেক ভাবিয়া) রসবতী তুই এর সব জানিস্, আমাকে বল্‌তেছিস না। আমি পুরাণ হয়েছি, বুঝি নূতন যুট্‌য়ে দিছিস্?

রসবতী। এখন্‌কার কালের ধর্ম্মই এই বটে! নাপ্তেনী ভাই, কি এই কর্ম্মই করে খায়? এই জন্যে তো আগে বলেছিলেম, আমা হতে এ কর্ম্ম হবে না। তুমি ভাই আগে ধরে ভত্র ঘটয়ে শেষে আমাকেই দোষী কর্‌তেছ। এই ভাই নাকে কাণে খত হলো, এ কর্ম্মে আর থাক্‌বো না।

স্থলোচনা। রসবতি, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ না, আমাতে কি আর আমি আছি, তা আমার কথায় তুই রাগ কর্‌তেছিস্। (অঙ্গের বস্ত্র খুলিয়া) দেখ্ দেখি শরীর কেমন হয়ে গেছে। আর ভাই! তোরে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার এমন অরুচি হয়েছে কেন বল্ দেখি? কিছু খেতে ইচ্ছা করে না, দিন রাত গা মবি বমি করে, যেখানে শুই সেই খানেই ঘুমুই।

রসবতী। (সুলোচনার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া) (স্বগত) সর্ব্বনাশ! যা মনে করেছিলেম তাই হয়েছে! এ যে স্পষ্ট গর্ভের লক্ষণ দেখ্‌তেছি। আমি আগেই জান্‌তেম, যেখানে এ কর্ম্ম হয়, সেখানে যেন উটি সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে। আহা! ছেলে মানুষ, কখনও এ সব জ্বালা জানে না, কি ব্যামো হয়েছে জিজ্ঞাসা কর্‌তেছে, এরে নিয়ে কি কর্‌বো কিছু বুঝ্‌তে পারি নে। যা হোগ্, এখন কিছু বলা হবে না, ভাল রূপ বিবেচনা করে যা হয় বল্‌বো। (প্রকাশ) তোমার ভেবে ভেবে অমনতর হয়েছে, ও আপ্‌নি ভাল হয়ে যাবে। আমি আজ্ তাঁর কাছে গিয়ে সব বল্‌বো, আর আজ রেতে তাঁকে পাঠ্যে দেব, তুমি যা ভেবেছ তা নয়, তিনি তো তেমন রকমের মানুষ নন, তোমার নামে গলে পড়েন, তিনি আবার তোমা ছাড়া হবেন।

সুলোচনা। যা বলিস্ রসবতি, আমি মনে মনে জানতে পেরেছি আর কখন সুখী হব না, আমার এই অবধি হলো, এখন মলেই বাঁচি। সে যা হোগ আজ একবার তাঁকে পাঠয়ে দিস, তিনি যত ক্ষণ কাছে থাকেন একটু ভাল থাকি।

রসবতী। এখন বেলা গেল, আমি তাঁর কাছে যাই।

[রসবতীর প্রস্থান

শয়ন মন্দির।

সুলোচনা উপস্থিত।

সুলোচনা। (স্বগত) হা! আমি কি অভাগিনী, জন্মাবধি এক নিমেষের জন্য সুখী হলেম না। কেবল বিলাপে বিলাপে কাল ক্ষেপ কর্‌লেম—ইহ জন্মে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কিছু মাত্র হলো না—অজ্ঞানাবস্থায় বিধবা হয়ে পতি সেবা সুখ হতে বঞ্চিত হলেম। বুঝি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এ জন্ম শেষ কর্‌তে হলো। হা! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! বিধবা হয়েও নির্দ্দোষী আমোদে কাল ক্ষেপ কর্‌তেছিলাম, পরে, পরের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করে এখন বিধিমতে জ্বল্‌তেছি। হা! যাঁর জন্য আমি দিবা রাত্রি রোদন কর্‌তেছি—এক নিমেষ যাঁকে না দেখলে অন্তঃকরণ কাতর হয়, তাঁকে আজ তিন দিন দেখি নাই। বোধ করি আজ আস্‌বেন, কিন্তু প্রাণান্তে তাঁর সঙ্গে আগে আলাপ কর্‌বো না, দেখি কি রূপ ব্যবহার করেন, চতুরের চাতুরি আজ ভাল করে বুঝবো। (গবাক্ষাভিমুখে চাহিয়া) ঐ বুঝি আস্‌তেছেন, এখন কপট নিদ্রা যাই, দেখি ফিরে যান কি অবস্থান করেন।

মন্মথের প্রবেশ।

মন্মথ। (সুলোচনাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া) (স্বগত) হা! প্রাণেশ্বরীকে কখন নিদ্রিতাবস্থায় দেখি নাই, অদ্য নয়ন সার্থক হলো। আহা! যেন ভূমিতে চন্দ্রোদয় হয়েছে

(প্রকাশ) সুলোচনা ! সুলোচনা ! উঠ উঠ। (স্বগত) একি ! নিদ্রাভঙ্গ হয় না কেন ? আবার আঁচলে মুখ ঢাক্‌লেন, বুঝি কএক দিন আসি নাই প্রাণেশ্বরীর অভিমান হয়েছে, আজ বুঝি মান ভঙ্গ কর্‌তে হলো, দেখি লঘু মান কি গুরু মান (প্রকাশ) সুলোচনা ! আমার কি অপরাধ হয়েছে, তা এত রাগত হয়েছ ? যে তোমার নিকট প্রাণ পর্য্যন্ত বিক্রয় করেছে, যে তোমা ভিন্ন আর কাকেও জানে না, যে শয়নে স্বপনে তোমাকে দিন রাত্রি ধ্যান করে, বিধুমুখি ! তার সঙ্গে কি মান শোভা পায় ? ভাল, কি অপরাধ করেছি বল, অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেও। বিধুমুখি এমন কি দোষ আছে যার মার্জ্জনা নাই ? (স্বগত) না, এ গুরু মান হয়েছে, সহজে ভাংবে না।

সুলোচনা। (স্বগত) কেমন চতুর, কত চাতুরি জানেন, আজ বুঝবো, পায়ে ধর্‌য়ে কথা কর, দেখি পায়ে ধরেন কি না। রমণীর মান বড় কি পুরুষের মান বড় আজ বোঝা যাবে।

মন্মথ। সুলোচনা ! আমা হতে কি তোমার মান বড় হলো ?

কি দোষেতে রোষ করি হলে ম্রিয়মান।
অকারণে কেন প্রিয়ে কর অপমান॥
অপরাধ করে থাকি শাস্তি দেহ তার।
লঘু পাপে গুরু দণ্ড একি চমৎকার॥
তুমিতো রসিকা বট প্রেমিকার শেষ।
মিছা কেন ধরিয়াছ মানিনীর বেশ॥
এলায়ে পড়েছে বেণী কবরী বন্ধন।
দুর্জ্জয় ভুভঙ্গ মান করেছে দংশন॥

নবনী জিনিয়া অঙ্গ সুকোমল তোর।
মরি মরি সেই অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
সুবর্ণ যে বর্ণ হেরে মাটিতে লুকায়।
মাটী কি লো তার শয্যা দেখে হাসি পায়॥
আগে যারে দেহ স্থান হৃদয়ের মাঝে।
মানময়ী তার সঙ্গে মান কি লো সাজে॥
মন দিয়ে আগে যার বাড়ায়েছ মান।
মানময়ী তার সঙ্গে সাজে কি লো মান॥
ত্যজ রঙ্গ হলো সাঙ্গ সুখের রজনী।
অনঙ্গে জ্বলিছে অঙ্গ অনঙ্গ মোহিনী॥
শশি দেখ ধরিয়াছে গরলের ডালি।
কোকিল ঝঙ্কার ছলে পাড়িতেছে গালি॥
মলয় বাতাস দেখ পরিহাস করে।
কুসুম সৌরভে তনু বিষে যেন জ্বরে॥
এ সময়ে রসময়ী দয়াশূন্য হলে।
কি করিবে মান লয়ে প্রাণ মোর গেলে॥
আহা মরি দুটি আঁখি ভাসিতেছে জলে।
তবু কি মানের অগ্নি এত বলে জ্বলে॥
বসনে বদন ঢাকা দেখিয়া তোমার।
শশি বলে আমা সম কেহ নাহি আর॥
অতএব খোল বাস তোল লো বদন।
সুধাংশুর গর্ব্ব খর্ব্ব করহ এখন॥
তোমাকে নিস্তব্ধ দেখে শঠ পিকবর।
বলিতেছে মোর তুল্য কার আছে স্বর॥
মহোদ্যমে ঐ দেখ করিতেছে গান।
কথা কয়ে কোকিলের কর অপমান॥

বহু কথা কহ পাখী করিতেছে ধ্বনি।
বহু কথা কহ কহ বলিতেছে ধনী॥
মান ভঙ্গ ছলে পাখী করিতেছে গান।
তবু কি লো বহু তোর নাহি ভাঙ্গে মান॥
জানিলাম রমণীর মন বড় দড়।
আমা হতে হলো তোর মান কি লো বড়॥
মিছা কথা শুনে কেন মন কর ভারি।
প্রাণ কান্তা যেন আমি নিতান্ত তোমারি॥
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি মান মম।
কে আছে আমার বল প্রিয়ে তোমা সম॥
মান পরিহর প্রিয়ে পর হার গলে।
নতুবা বিদায় দেহ গৃহে যাই চলে॥
অন্তর তোমারে দিয়ে দেশান্তরে যাব।
করিয়া তোমার নাম ভিক্ষা করে খাব॥
কহিব না কথা আর হইব লো মূক।
দেখিব না আর প্রিয়ে রমণীর মুখ॥
শিখিয়া তোমার কাছে শিক্ষা দিব পরে।
রমণীর সঙ্গে কেহ প্রেম নাহি করে॥
পথিকেরে দেখা পেলে ফিরাইব ধরে।
আপনার মন যেন নাহি দেয় পরে॥
কথায় যদি লো তোর ভিজিল না মন।
আয় তবে সাধি তোর ধরিয়া চরণ॥

(চরণ ধরিয়া) সুলোচনা, অপরাধ ক্ষমা কর, শাস্তির শেষ হয়েছে।

সুলোচনা। (স্বগত) এখন বড় দায়ে ঠেকেছেন, যখন পায় ধরা পর্য্যন্ত হলো, তখন আর মানের প্রয়োজন নাই।

(প্রকাশ) ভাই আবার কেন জ্বালাতন কর্‌তে এলে, এত যন্ত্রণা দিয়েও কি মনের সাধ মেটে নাই। কথায় কথায় বড় প্রণয়ের গর্ব্ব কর্‌তে, এখন সে সব বোঝা গেল। ছি ছি! পুরুষ বড় নিষ্ঠুর কথায় শুনেছিলাম, এখন ঠেকে শিখ্‌লাম। ভাই তোমার দোষ নাই, আমার অদৃষ্টের দোষ বল্‌তে হবে। বিধাতা আমার অদৃষ্টে যদি সুখ লিখ্‌তেন, তা হলে আমার এমন দশাই বা কেন হবে।

জানিলাম প্রাণকান্ত তুমি হে যেমন।
ভুলাইতে পার ভাল রমণীর মন॥
জানি বটে তুমি প্রাণ রমণী রঞ্জন।
পলকে ভুলাতে পার অবলার মন॥
আশায় ভাসাও আগে সুখের সাগরে।
ফাঁসাও হাসাও লোক কিছু দিন পরে॥
আগে যাহা বলেছিলে মিথ্যা সে তো নয়।
খলের ছলের প্রেম রয় কি না রয়॥
দিয়াছ রমণী পেয়ে যতেক যন্ত্রণা।
ভাল বাস যারে সেই দিবে হে চেতনা॥
রমণীর মনো দুঃখ সত্য যদি হয়।
সমোচিত শাস্তি তবে পাবে রসময়॥
জ্বলিলাম তোমা হতে আমি হে যেমন।
রমণীর শাপে তুমি জ্বলিবে তেমন॥
দুঃখিনীরে দুঃখনীরে ভাসালে যেমন।
ভাসিবে ভাসিবে নাথ তুমি হে তেমন॥
অশেষ বিশেষে আগে দিয়ে মন-ব্যথা।
শঠরাজ নাহি লাজ ফিরে কহ কথা॥

প্রথমে বাড়ায়ে সুখ পরে হে বিমুখ
কি বলিয়া রসরাজ দেখাইলে মুখ ॥
যাও যাও ফিরে যাও চতুর প্রেমিক।
যাও তথা যথা পাবে আমোদ অধিক ॥
পুরুষ রতন তুমি যতনের ধন।
আমি কিসে জানিব হে তোমার যতন ॥
তার কাছে যাও যেই বুঝিবে মরম।
রেখ যেন সেই খানে প্রেমের ধরম ॥
পদে পদে করিয়াছ যার অপমান।
রসরাজ তার সঙ্গে সাজে কি হে মান ॥
বুঝিল না যেই জন অন্তরের ব্যথা।
রসরাজ তার সঙ্গে মান করা বৃথা ॥
ভাল সাজ সাজিয়াছ আহা মরি মরি।
যে সাজালে এই সাজ ধন্য সেই নারী ॥
নূতন প্রেমের কি হে এত অনুরাগ।
এখন যে যায় নাই তাম্বুলের দাগ ॥
এখন যে ঢুলু ঢুলু করিতেছে আঁখি।
কি বলিয়ে এলে নাথ দিয়া তারে ফাঁকী ॥
অলক্তের চিহ্ন অঙ্গে করেছ ধারণ।
অভ্যাস করেছ ভাল ধরিতে চরণ ॥
কপালে শোভিছে ভাল সিন্দুরের রেখা।
রমনীর সাজ সাজা কে শিখালে সখা ॥
চতুরালী জারী জুরি ভাঙ্গিল তো আজ।
করো না প্রেমের গর্ব্ব আর রসরাজ ॥

ভাই এখন মান দূরে থাকুক, মানে মানে থাকৃতে পারেলেই বাঁচি। তোমার কি বল দেখি, এখনি আমার মত

কত শত দেখ্‌তে পাবে, আমি তো আর তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখ্‌বো না, অন্য কাহাকেও ভাববো না। সে রাত্রে কাল আস্‌বো বল্লে গেলে, তার পর তিন রাত আর দেখা নাই, আমি আছি, কি মরেছি তাও তো এক বার জান্‌তে হয়।

মন্মথ। রসময়ি, অকারণে যদি অভিমান কর তবে আর উপায় নাই। আমি কি তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া আছি। সে দিন তোমার কাছ থেকে গিয়ে দেখ্‌লেম, মায়ের অত্যন্ত ব্যামো হয়েছে, তাঁর নিকটেই কএক দিন ছিলেম। কাল্‌ তোমার তত্ত্ব জান্‌বার জন্য রসবতীকে অনেক তত্ত্ব করেছিলেম, তা সে মাগী যে কোথায় গেছে খুঁজে পেলেম না। আমি তোমা ছাড়া যদি অন্যের হব, তবে তোমার কাছে আবার আস্‌বো কেন? এখন তোমার পায়ে ধরি অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌লে কি না বল। (ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া) সুলোচনা! তোমাকে এমন মলিন দেখ্‌চি কেন? কোন অসুখ হয় নাই তো? আহা! গায়ের শিরগুলি পর্য্যন্ত দেখা যাচ্চে।

সুলোচনা। ভাই, তোমার কথার গুণে কি আর রাগ থাকে। এমন কোন পাষাণ অন্তঃকরণ আছে, যে তোমার কথায় দ্রব না হয়? মলিন হয়েছি কেন জিজ্ঞাসা কর্‌তেছ, আজ্‌ কদিন অবধি কেমন অরুচি হয়েছে কিছু খেতে পারি না, দিন রাত কেবল ঘুমুই। আজ রসবতীকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, তা সে বল্লে ভেবে ভেবে অমন হয়েছে, কে জানে ভাই, আমার কি হলো বুঝ্‌তে পারি না।

মন্মথ। (সন্দেহ করিয়া) ভাই নিকটে এসো, তোমার কি ব্যামো হয়েছে দেখি। (স্বগত) এই যে সর্ব্বনাশ ঘটেছে

দেখতে পাচ্চি! নিশ্চিত গর্ব্ভের লক্ষণ হয়েছে তো বটে হা বিধাতা! আমাকে এ পর্য্যন্ত শাস্তি দিলে, স্থলোচনাকে গর্ব্ভবতী দেখ্‌তে হলো? হা! অগ্রে কেন আমার মৃত্যু হলো না! স্থলোচনাকে আজ এ কথা বলা হবে না, ছেলে মানুষ অত্যন্ত ভয় পাবে, রসবতীর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।

স্থলোচনা। এক দৃষ্টে যে আমার দিকে চেয়ে রয়েছ, আমার কি হয়েছে?

মন্মথ। না, কিছু হয় নাই, অত্যন্ত কৃশ হয়েছ তাই দেখ্‌ছি। অস্থখ শরীরে আর রাত্রি জাগরণে কায নাই, নিদ্রা যাও, আমিও নিদ্রা যাই।

রামকান্ত বসুর বাটী।—মন্মথ উপস্থিত।

রসবতীর প্রবেশ।

রসবতী। এই যে বাবু একা বসে রয়েছ, তোমার কাচে আর এক বার এসেছিলেম, দেখ্‌তে পাই নাই। বাবু তোমাকে এত বিমর্ষ দেখ্‌চি কেন? কি হয়েছে গা শুন্‌তে পাই না?

মন্মথ। রসবতি, তুই কাল স্থলোচনার কাছে গেছলি, তারে কেমন দেখে এলি বল্‌ দেখি। সত্য করে বলিস্‌।

রসবতী। কেন গো, স্থলোচনাকে আবার কেমন দেখ্‌বো, তার কি হয়েছে? তোমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল?

মন্মথ। দেখা হয় নাই তো জিজ্ঞাসা কর্‌তেছি কেন? তুই আমাকে কোন কথা গোপন করিস্‌নে। তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, স্থলোচনার কোন কুলক্ষণ দেখেছিস্‌ কি না বল্‌দেখি।

রসবতী। (স্বগত) ইনিও জান্‌তে পেরেছেন, এক প্রকার ভাল হয়েছে, পরামর্শ কর্‌বার লোক পেলেম। তা যখন জান্‌তে পেরেছেন, তখন আর গোপন কর্‌লে কি হবে। (প্রকাশ) বাবু তুমি কি জান্‌তে পেরেছ? স্থলোচনার লক্ষণটা ভাল দেখ্‌লেম না, গর্ব্ভ হয়েছে তার আর সন্দেহ নাই। বাবু, তোমায় আর কি বল্‌বো, কাল সমস্ত রাত কেঁদেছি, ছেলে মানুষ কখন এ সব জ্বালা জানে না ওকে নিয়ে যে কি কর্‌বো ভেবে ঠিক্‌ কর্‌তে পারি না। আহা! এই যে বিপদ ঘটেছে, স্থলোচনা তা আপনি এখনও জান্‌তে পারে নাই। এমন মানুষকেও পরমেশ্বর এমন দায়ে ফেল্লেন! বাবু, স্থলোচনা এ জান্‌তে পাল্লে, আপনা আপনি গলায় দড়ী দেবে!

মন্মথ। রসবতি, এখন এর উপায় কি বল্‌দেখি! আমি তো কাল্‌ অবধি অন্ন জল পরিত্যাগ করেছি। হায়! হায়! কেন বা স্থলোচনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল! কেন বা অবলা রমণীকে কুপথগামী করেছিলেম! কেন বা তার কাছে সর্ব্বদা যেতেম! হা! এখন তার সমুদয় দুর্ভাগ্যের কারণ আমাকেই বল্‌তে হবে। আমি যদি এ কর্ম্মে উৎসাহ প্রকাশ না কর্‌তেম, তবে কি তার এ দুর্দ্দশা ঘটতো! আমিই তার ক্লেশের আদি কারণ হলেম। হা! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ সংসারে কি আছে! হা বিধাতঃ! তুমি কোন নরকে আমাকে স্থান দেবে! হায় হায়! এই তো

পাপের আরম্ভ হলো, স্থলোচনার লজ্জা নিবারণ জন্য আরও কত কুকর্ম্ম কর্‌ত হবে।

রসবতী। বাবু, এখন আর ভাবলে কি হবে! যাতে মান রক্ষা হয় তার চেষ্টা কর। তুমি যদি এমন উতলা হও, তবে আমারও বুদ্ধি স্থদ্ধি লোপ পাবে। এ কর্ম্মে বিলম্ব হইলেই দোষ, আগে তাকে এ দায় থেকে উদ্ধার কর, তার পর যা ভাল বোঝ তাই করো।

মন্মথ। তুই যত বল্‌তেছিস্ আমার বুকে যেন শেল বিঁধচে। আমি কবে এ কাজ করেছি বল্‌দেখি, তা আমার কাচে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌তেছিস্! এখন স্থলোচনাকে এ কথা যেমন করে হোগ বল্‌তে হবে, তা না হলে কোন কর্ম্মই হবে না।

রসবতী। বাবু আমার একটা বড় ভয় হচ্চে। স্থলোচনার যে রকম আকার প্রকার হয়েছে, তাতে তার ভাজ যদি এক বার ভাল করে দেখে, তখনি টের পাবে। তার পর স্থলোচনার মা জান্‌তে পাল্লে আমার সে বাড়ীতে যাওয়াই ভার হবে! তিনি এমন নন একেবারে পৃথিবী রসাতল করে ফেলবেন।

মন্মথ। তবে তুই শীগ্গির করে যা, আর বিলম্ব করিস্‌নে, তুই এসে খবর দিলে, আমি স্থলোচনার সঙ্গে দেখা কর্‌বো।

রসবতী। দেখ ভাই, এ দায় থেকে যদি তাকে বাঁচাতে পারি তবেই ভাল, নইলে এই বুড়ো বয়সে আমায় গলায় দড়ী দিয়ে মত্তে হবে। এখন চল্লেম।

[রসবতীর প্রস্থান।

কীর্ত্তিরাম ঘোষের অন্তঃপুর।

সুলোচনা উপস্থিত।

সুখময়ীর প্রবেশ।

সুখময়ী। ঠাকুঝিকে যে আর সন্ধ্যার পর দেখ্‌তে পাই না! কাল ও পাড়ার সব মেয়েরা এসে তোকে কত খুঁজলে, তা আমি বল্লেম, সে সকাল সকাল শুয়েছে।

সুলোচনা। ভাই, আপনার জ্বালায় মরি, কার সঙ্গেই বা দেখা কর্‌বো। কদিন অবধি এম্‌নি অসুখ হয়েছে, কোথাও দুদণ্ড স্থির হয়ে বস্‌তে পারি না। কেমন অরুচি হয়েছে, কিছু খেতে পারিনে, যা খাই উঠে পড়ে। আর ভাই এত ঘুমও ছিল, ঘুম্‌য়ে আর আশ মেটে না।

সুখময়ী। সে কি ভাই, রাঁড় মানুষের তো অমনতর হয় না। (সন্দেহ করিয়া) দেখি গায়ের কাপড় খোল-দেখি। একি! তোর বুকের যে সব শির উঠেছে! ও মা আমি কোথা যাব! একি সর্ব্বনাশ! এ তোর কেমন করে হলো!

সুলোচনা। কেন ভাই, গায়ের শির উঠ্‌লে আবার কি হয়? তোকে তো বল্লেম, আমার কেমন ব্যামো হয়েছে, তার আবার সর্ব্বনাশ কি! তুই সকল কথাতেই তামাসা করিস্‌, আমার ভাই ও ভাল লাগে না।

সুখময়ী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! স্পষ্ট গর্ব্ভ হয়েছে দেখ্‌তেছি, অথচ ঠাকুরঝি এর কিছুই জানে না। আমার কি ভ্রম হলো! না, তাই বা কি রূপে হবে। যে সমস্ত

লক্ষণ দেখ্‌তেছি, অন্য কিছুতে তো এমন হয় না। আমি আগেই সন্দেহ করেছিলেম, রসবতী যখন ঘন ঘন আস্‌-তেছে তখন একটা বিভ্রাট ঘটেছে। হায় হায়! মা শুন্‌লে এখনি গলায় দড়ী দেবেন, কিন্তু তাঁর নিকট আর গোপন রাখাও হয় না, আমাকেই বল্‌তে হবে, নইলে আর কে বল্‌বে! (প্রকাশ) মাথা মুণ্ডু তোকে আর বল্‌বো কি, তোর যে পেট হয়েছে। একি ভাই! তোকে দেখে আমার গা কাঁপ্‌তেছে। তোর কেমন বুকের পাটা, সচ্ছন্দে খাচ্চিস্‌ দাচ্চিস্‌, বেড়িয়ে বেড়াচ্চিস্‌, তোর ভাই পেটে ভাত হজম হয় কেমন করে? আমাদের সকলের চোকে ধুলো দিয়ে তুই কেমন করে এ কায কর্‌লি!

সুলোচনা। ভাই, তুই থেকে থেকে স্বপ্নে দেখ্‌তেচিস্‌ না কি! "যার বিয়ে তার মনে নাই পাড়া পড়সীর ঘুম নাই" আমার পেট হলো আমি জান্‌তে পাল্লেম না, আর কেউ জান্‌তে পাল্লে না, কেবল তুই জান্‌তে পাল্লি!

সুখময়ী। তুই তো কম মেয়ে নস, আবার কথা কচ্চিস্‌! এরির মধ্যে তোর এত হয়েছে! তা তোর দোষ নাই, এ কর্ম্মেরি দোষ। মেয়ে মানুষের অমন রোগ হলে, তাকে কথায় কেউ আঁট্‌তে পারে না। এখন আমি যখন জান্‌তে পাল্লেম, তখন তো আর চুপ্‌ করে থাক্‌তে পারি না। মাকে বলিগে, তা না হলে আমি কি শেষে মুখ্‌ খেয়ে মর্‌বো! (সুলোচনাকে ম্লান দেখিয়া) কেন, এখন যে চুপ্‌ করে রইলি, মুখে যে কথা সরে না!

পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মাবতী। কেন গো, তোরা কি জন্যে ঝগড়া কর্‌তে-ছিস্? স্থলোচনা অমন করে বসে রয়েছিস্ কেন, তোর কি হয়েছে? বৌ, তুই ওকে কি বল্‌তেছিলি?

স্থলোচনা। (গাত্রোত্থান করিয়া) না মা, ঝকৃড়া কিসের, ও আমরা গপ্প কর্‌তেছিলেম। এখন যাই, গা কেমন কচ্চে, শুইগে।

[স্থলোচনার প্রস্থান।

স্থখময়ী। মা তোমাকে একটা কথা বল্‌বো, কিন্তু বল্‌তে লজ্জা কচ্চে, না বল্লেও নয়। মা, ভয়ে আমার মুখে কথা সচ্চে না।

পদ্মাবতী। কি কথা মা তোর বল্‌তে লজ্জা কচ্চে?

স্থখময়ী। মা, ঠাকুরঝিকে আজ্ কাল্ ভাল করে দেখেছ? ব্যামো হয়েছে, ব্যামো হয়েছে বলে, কি ব্যামো হয়েছে তা দেখেছ? আজ্ মা দেখে আমার গায়ে জ্বর এসেছে। ঠাকুরঝির পেট হয়েছে তার আর সন্দেহ নাই।

পদ্মাবতী। (বসিয়া) কি বলি মা, কালা মুখীর এমন দশা হয়েচে? ও মা আমি কোথায় যাব! আমার কপালে শেষটা কি এই ছিল? পোড়ার মুখী আমার উচু মাথা হেঁট কর্‌লে? হায়! সর্ব্বনাশীকে কেন বা উদরে ধরেছিলেম আমাকে বিধিমতে জ্বলয়ে পুড়য়ে মাল্লে! ও মা আমি কি

করে লোকের কাছে মুখ দেখাব? সুলোচনার মা বলে ডাক্‌লে; আমি কি করে উত্তর দেবো? যাদের দশ কথা শুনিয়ে বলেছি, তাদের কথা কেমন করে শুন্‌বো! হায় হায়! মেয়েগুলোর এমন দশা হয়েও মনে করেছিলেম, যে ক দিন বেঁচে থাকি, ওদের নিয়ে এক রকমে মানে মানে দিন কাটাব, পোড়া বিধাতার কি তাও প্রাণে সইলো না! এ সংসারে কি এক দিনের জন্যেও সুখী হলেম না! পোড়ার মুখীর যদি আগেই মৃত্যু হতো, তা হলে আমাকে আর এ সব দেখ্‌তে হতো না! হায় হায়! অভাগিনী কেন কুলে কালি দিয়ে দুপা বেরিয়ে দাঁড়াল না, তা হলে যা হবার তা একবারেই হতো, এ পোড়া দশা দেখ্‌তে হতো না। আমি মান মান করে মরি, আমার কপালে এই ঘট্‌লো! হায় হায়! আমি কেন আগে মলেম না! পৃথিবী তুই কেন বিদীর্ণ হয়ে আমাকে স্থান দিলি না। যম তুই আমাকে কেন ভুলে রইলি? ও মা! তুই আমাকে দড়ী এনে দে গলায় দেই, নইলে বিষ এনে দে খেয়ে মরি, আর এ কালা মুখ কারেও দেখাব না। লোকে কথায় কথায় ঠেস দিয়ে কথা কবে, তা আমার প্রাণ থাক্‌তে সবে না, সকলে যে আমার বাড়ী খান্‌কীর বাড়ী বল্‌বে তা আমি শুন্‌তে পার্‌বো না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ক্ষেপ করিয়া) হায় হায়! পোড়া গণক যা গণে গেছ্‌লো, তা তো এখন সব মিল্লো। আমরা তখন তারে উপহাস করেছিলেম, সে তো মা পোড়ার মুখীর হাত দেখে ঠিক্ বলেছিল। হায় হায়! তখন যদি গণকের কথায় সাবধান হতেম, তা হলে আর এ দায় ঘট্‌তো না। ওমা আমি কোথায় যাব! এ পোড়া দায় ঘট্‌লে যা কত্তে হয়, আমাকে কি তাই কত্তে

হবে? শেষটা কি আমার কপালে এই ছিল? (ক্ষণেক বিলম্বে) কালামুখী এই জন্যে আমাকে দেখে চলে গেল, আমার সুমুখে বস্‌তে সর্ব্বনাশীর লজ্জা হলো, অভাগীর আগে লজ্জা হয় নাই, এখন আমারে দেখেই যত লজ্জা হলো। ও মা! আমার ঘরে পাখীটি এড়াতে পারে না, এ সাঁখিনী কারে যোটালে? আমার বাড়ীতে আস্‌তে মেয়ে মানুষের পা কাঁপে, এ কলঙ্কিনী কারে আন্‌লে? মা, এর ঘটক কে? তারে পেলে একবার গায়ের ঝাল মেটাই, তার গালে চুণ কালি দিয়ে, মাথায় ঘোল ঢেলে গঙ্গা পার করে দেই। (ক্রন্দন করিতে করিতে) মা, আমি মেয়ে মানুষ কোনদিগ রাখ্‌বো, যা না দেখি তাই হয় না। যে এক কর্ত্তা আছেন তিনি কেবল নামে কর্ত্তা, কেবল দলাদলি নে আছেন, এ দিগে ঘরে যে ঢলাঢলি হচ্চে, তা একবার ভুলেও দেখেন না। সকলেরে একঘরে করে বেড়ান, এখন আপনি একঘরে হোন। (গাত্রোত্থান করিয়া) যাই, এখন কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গাই গে, কেবল দর্প করে বেড়ান, এখন সে দর্পটা চূর্ণ করি গে।

কীর্ত্তিরাম ঘোষের শয়নমন্দির।

পদ্মাবতীর প্রবেশ।

পদ্মাবতী। (রাগত ভাবে) আর কত জেগে ঘুমুবে? এখন উঠ, চারি দিকে কলঙ্কের ঢোল বাজ্‌লো, তবু কি ঘুম ভাঙ্গে না?

কীর্ত্তিরাম। (গাত্রোত্থান করিয়া) কেন কেন কি হয়েছে, এত রাগ কেন, কে কি অপমানের কথা বলেছে, রাগে যে দাঁড়াতে পাচ্চ না ?

পদ্মাবতী। রাগ কেন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তেছ ? কালামুখ কি কারেও দেখাতে ইচ্ছে করে ? কেবল মান মান করে বেড়াও, মান যে কিসে রয় তা তো এক বারও ভাব না। পোড়ার মুখে কি কথা বেরোয়, স্বলোচনার যে পেট হয়েছে। রাঁড়ের বিয়ে হলো, রাঁড়ের বিলে হলো বলে দলাদলি করে বেড়াও, এ দিগে ঘরের রাঁড় যে ঢলাঢলি কর্‌লে তার কি বল দেখি ? এখন নিকড়ে নাতীর মুখ দেখ, আর মেয়ের সাধ দিতে হলো না, একেবারে সব সাধ মিট্‌লো।

বাজিল কলঙ্ক ঢোল, উঠিল দুর্নাম রোল,
জাগিয়া ঘুমাবে আর কত।
ঘুচিল কুলের গর্ব্ব, কন্যার হইল গর্ত্ত,
উচ্চ মাথা নিম্নে হলো নত॥
আর কেন দলাদলি, পাপ হলো গলাগলি,
ঢলাঢলি আপনার ঘরে।
বিধবা বিবাহ হলো জাতি কুল সব গেল,
কি করিয়া বুঝাইবে পরে॥
মানের যে কর গর্ব্ব, সে সব হইল খর্ব্ব,
কেমনে বা দেখাইবে মুখ।
আই আই একি লাজ, আর কিবা বেঁচে কায,
বলিতে বিদরে যায় বুক॥
লোকে হবে জানাজানি, করিবেক কাণাকাণি,
টানাটানি হবে জাতি নিয়ে।

বলিতে বিদরে বুক, কেমনে দেখাবে মুখ,
আপনার জাতি কুল দিয়ে ॥
মরি মরি মরি লাজে, কেমনে এমন কাযে,
মজিল আমার মেয়ে হয়ে।
পৃথিবী বিদার দিস্, নতুবা খাইব বিষ,
কি হবে সংসারে আর রয়ে ॥
কালামুখী আগে কেন, বিষ না করিল পান,
তা হলে কি এত জ্বালা হয়।
গিলাইয়া কেন নুণ, আমি না করিনু খুন,
তা হলে কি এ উৎপাত রয় ॥
ঘরের ঘরণী আমি, তুমিতো আমার স্বামী,
লোক লাজ অধিক তোমার।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিবে নাতির মুখ,
সাধ দিতে হলো না তো আর ॥

কীর্ত্তিরাম। (শিরে করাঘাত করিয়া) হায় হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! এ কি অধর্ম্মের ভোগ! কি উৎকট অধর্ম্মে আমার সংসারে এই পাপ প্রবেশ কর্‌লো! বিধবা কন্যা গর্ব্ভবতী! এ লজ্জায় আত্মঘাতী হতে ইচ্ছা কর্‌তেছে। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ ব্যক্তিগণ যা বলে বিবাদ করে, আমার সংসারে কি তাই ঘট্‌লো? হা! আমার দলের গর্ব্ব, জাতির গর্ব্ব, মানের গর্ব্ব, সমুদয় এককালীন খর্ব্ব হলো? আমি কি জন্য এই পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করে-ছিলেম, বিধাতা কি আমাকে এই দণ্ড দিবার জন্য এত কাল জীবিত রেখেছিলেন? হায়! পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছিলেম, নতুবা আমার মেয়ে হয়ে আমাকে কেন এত শাস্তি দেবে? অভাগিনী আমাকে আগে হত্যা করে কেন

এ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হলো না? তা হলে আমাকে এ যন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে হতো না। হায় হায়! এ কথা প্রকাশ হলে, আমি কিরূপে লোকের সঙ্গে আলাপ কর্‌বো? আমার শত্রু পক্ষগণ সহজেই ছিদ্রানুসন্ধান করে, এখন তারা আহ্লাদে নৃত্য কর্‌বে, আর তাদের কিবলে নিরস্ত কর্‌বো? (ক্ষণেক ভাবিয়া) পদ্মাবতি! এখন এর উপায় কি বল? আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি, কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্চি নে।

পদ্মাবতী। মাথা মুণ্ডু আর বল্‌বো কি, আমি কি কখন এ দায়ে ঠেকেছি, তা এর কি কত্তে হয় জান্‌বো? এর উপায় যা হয়ে থাকে তাই কত্তে হবে। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হায়! শত্তুরেও যেন এমন দায়ে না ঠেকে! এ কর্ম্মের কর্ম্মী আমার বাড়ীতে কে আসে, তা কারে বল্‌বো?

কীর্ত্তিরাম। পদ্মাবতি, আমাকে বিষ দাও খেয়ে মরি। শেষ দশায় আমাকে কি এই কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হতে হলো? ভ্রূণহত্যা! যাহা শ্রবণ কর্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়,— যেখানে ঘটে সে স্থান পর্য্যন্ত পতিত হয়, যে সংসারে ঘটে সে সংসারের তাবতই নরকগামী হয়, আমাকে জ্ঞানকৃত সেই উৎকট পাপের সাহায্য করতে হলো? পদ্মাবতি! আর আমাকে ও কথা বলো না, তোমরা যা জান কর, আমি ওর কিছুই জানি নে।

পদ্মাবতী। (সক্রোধে) কেন আমি বুঝি চোর দায় ধরা পড়েছি? তোমার পাপ বোধ হলো, আমার পাপ আর পাপ নয়? এ সময়ে তুমি মহা ধার্ম্মিক হলে, আর আমাকেই এই অধর্ম্মের ভোগ ভুগতে হবে? বড় যে বিধবা বিয়ে নিবারণ জন্যে বাড়ীতে সভা কর, এখন কি

হলো বল দেখি? আমরা মেয়ে মানুষ শাস্ত্রের কিছু বুঝিনে, কিন্তু এ বেস বুঝ্‌তে পারুতেছি, যে ও পাড়ার প্রসন্নের মত যদি মেয়েটার বিয়ে হতো, তা হলে তো আর এ দায় ঘট্‌তো না, তা হলে তো আর এ পাপে থাকৃতে হতো না। বিয়ে দেওয়াটাই অধর্ম্ম, আর এটা কি হলো বল দেখি? যাদের নে সভা কর, এখন তাদের কাছে কেমন করে মুখ দেখাবে। এর উপায় আমি সব করবো, তুমি কিছু করবে না, তা কখন হবে না। এ কর্ম্মের শাস্তি দুজন্‌কেই ভোগ করতে হবে। কি কত্তে হবে ভেঙ্গে বল, তবে আমি সেই মত করবো। আর এই বার নাকে কাণে খত দেও, বিধবা বিয়ের কথা পড়লে কোন কথা কবে না। এখন বুঝ্‌তে পাল্লেম যে বিধবাদের বিয়ে হলে, এ দেশের লোকের হাড় যুড়োয়, আর পরের দোষে পাপে ডুব্‌তে হয় না।

কীর্ত্তিরাম। (স্বগত) পদ্মাবতী স্ত্রীলোক হয়ে যা বল্লে এখন নিতান্ত সঙ্গত বোধ হচ্চে। বিধবাদের বিবাহ হলে তারাও এই সকল পাপ হতে মুক্ত হয় আর তাহাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনেরও তাদের জন্য বিপদগ্রস্ত হতে হয় না। (প্রকাশ) পদ্মাবতি! যখন এ বিষয় সমুদয় জান্‌তে পেরে তার সদুপায় দেখ্‌তে পরামর্শ দিচ্চি, তখন আর এতে লিপ্ত থাকার বাকী কি রইলো? এখন তুমি এ কর্ম্মের উপযুক্ত কর্ম্মী অনুসন্ধান কর, বিলম্বের অনেক দোষ।

পদ্মাবতী। ঐ পোড়ার মুখী নাপ্তেনী আছে, আর কাকেও তো দেখ্‌তে পাইনা। মনে করেছিলেম কালা-মুখীর দেখা পেলে মনের সাধে খেঙ্গরা পেটা করবো, তা গলায় কাঁটা বাদ্‌লে লোকে বেরালের পায় পড়ে, কি

কর্‌বো, সে সর্ব্বনাশী নইলে আমাদের এ দায় উদ্ধার হবে না। যে কর্ম্মের যে ফল, তাকেই বলি, আর কি কর্‌বো। সুলোচনা কি আমার তেমন মেয়ে, কারুর্ সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইত না, নাপ্তেনী পোড়ারমুখী ঘন ঘন এসেই তো বাছার আমার এমন দশা ঘট্‌য়েছে। আর কি আশ্চর্য্য! বাড়ী সুদ্ধ লোক কি কাণা হয়েছিল? কমেন্ দিয়ে কাকে নিয়াস্‌তো, কেউ কিছু জান্‌তে পার্‌তো না? তা যিনি হোন এ ধর্ম্মের ঘরে যিনি খোঁটা দিলেন, তার বছর পার হবে না। যিনি আমাদের এই যন্ত্রণা দিলেন তিনি তার সমোচিত শাস্তি পাবেন। এখন আর বসে থাক্‌লে কি হবে, পোড়ারমুখী কি কচ্চে দেখিগে।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

শয়নমন্দির।

সুলোচনা উপস্থিত।

সুলোচনা। (স্বগত) হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল! অবলা রমণীকে এত দুঃখ দিয়ে, বাল্যকালাবধি বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করেও কি সন্তুষ্ট হলি না? পরিশেষে যে কলঙ্কের শেষ নাই, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, তাতেও মগ্ন করাইলি! হায় হায়! এই পৃথিবী মধ্যে আমার মত অভাগিনী কে আছে? আমার মত পাপীয়সী কে আছে? আমার মত কলঙ্কিনী কে আছে? জন্মাবধি এখন সুখের সহিত মিলন হলো না, সচ্ছন্দতা কেমন কখনই জান্‌লেম না

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট আমাকে চিরদুঃখিনী করে ক্ষান্ত থাকৃলেও ক্ষতি ছিল না, এখন অসীম পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হলেম। হা! ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! জননী হয়ে আপন সন্তান হত্যা কর্‌তে হলো! আমি যে খানে নিশ্বাস ক্ষেপ কর্‌বো সে বায়ু পর্য্যন্ত অপবিত্র হবে, আমি যেখানে গমন কর্‌বো সে স্থান পর্য্যন্ত পতিত হবে, আমি যার সহিত আলাপ কর্‌বো তিনিও পতিত হবেন, আমাকে যিনি স্পর্শ কর্‌বেন তিনিও পতিত হবেন। হা! যে কুলে কখন কলঙ্ক ছিল না তাতে কলঙ্কার্পণ কর্‌লাম! যে পিতা আমাকে চিরকাল যত্ন করে প্রতিপালন করেছেন, তাঁকে আমি কলঙ্ক হ্রদে নিক্ষেপ কর্‌লেম! যে জননী আমাকে কখন উচ্চ কথা বলেন নাই, যিনি আমার দুঃখে কত দুঃখ ভোগ করেছেন, তাঁকে আমি চির দুঃখিনী করলেম! (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) এক্ষণে জীবন রাখা কর্ত্তব্য, কি এককালীন জীবনের সহিত সমুদয় যন্ত্রণার শেষ করা উচিত? না, আমার জীবনের ফল কি? আর কি সুখে জীবিত থাকৃবো? মৃত্যু চেষ্টাই শ্রেয়স্কর হয়েছে। যেমন শ্রান্তযুক্ত পথিক তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ ছায়া দেখ্‌লে সন্তুষ্ট হয়, মৃত্যু আমার তদ্রূপ বোধ হচ্চে। দেহযাত্রায় বিস্তর ক্লেশ ভোগ করেছি, এক্ষণে সমুদয় শ্রান্তি এককালীন দূর কর্‌বার জন্য মৃত্যু ভিন্ন আশ্রয়ের স্থান আর দেখ্‌তেছি না! কিন্তু মৃত্যুর পর কি হবে? হা! ঐ চিন্তা কি ভয়ানক! ঐ চিন্তা না থাকৃলে মৃত্যুতেও পরম সুখ অনুভব কর্‌তে পার্‌তাম। হা! আমার মত পাপীয়সীর মৃত্যুতেও কি পরিত্রাণ আছে? (আপন গর্ব্ভস্থিত সন্তানকে সম্বোধন করিয়া) হা নিরাশ্রয়ী নির্দোষী জীব! কি পাপে তুই এমত নিষ্ঠুর জননীর গর্ব্ভে প্রেরিত

হয়েছিলি? যে তোকে রক্ষা কর্‌বে সেই তোকে হনন কর্‌তেছে? যে তোকে লালন পালন কর্‌বে সেই তোর জীবন নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়েছে? হা! আপন জীবন রক্ষা করে যদি তোর প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পার্‌তেম, তা হলে তোর মুখে মা মা ধ্বনি শ্রবণ করে জীবন সার্থক কর্‌তেম কিন্তু আমার মত অভাগিনীর অদৃষ্টে কি সে সুখ আছে? নিষ্ঠুর বিধাতা আমাদের সে সুখ হতে বঞ্চিত করেছেন। হা দুর্ভাগা সন্তান! অন্তঃকরণ এখনও এত নির্দ্দয় হয় নাই যে তোর প্রাণ নষ্ট করে, আপনি জীবিত থাক্‌বো। এক্ষণে কিরূপে প্রাণ নষ্ট করি, তাহাই স্থির করা আবশ্যক হচ্চে। শুনেছি হীরে খেলে প্রাণ নষ্ট হয়। (মন্মথের প্রদত্ত হীরকাঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া) হা পরম শোভাকর আভরণ? তুমি এক্ষণে যার অঙ্গের ভূষণ হয়ে আছ, ক্ষণকাল বিলম্বে তার প্রাণ নষ্ট কর্‌বে। প্রণয়ের চিহ্ন স্বরূপ তুমি যার দ্বারা অর্পিত হয়েছিলে, সে স্বপ্নেও জান্‌ত না যে তোমার দ্বারা তার প্রণয়িনীর প্রাণ নষ্ট হবে? হা! তোমার প্রতি যে প্রণয় রক্ষা করণের ভার অর্পিত হয়েছিল, তোমার দ্বারা এককালীন চিরকালের জন্য সেই প্রণয়ের বিচ্ছেদ হলো! হা! তুমি পিতার প্রদত্ত বস্তু হয়ে সন্তানের প্রাণ নষ্ট কর্‌বে? হা! আমার এবং আমার মৃত্যুর মধ্যে তুমি এখন এক ক্ষুদ্র ব্যবধান স্বরূপ হয়ে আছ, তোমাকে ভক্ষণ কর্‌বামাত্রেই মৃত্যু হবে। তোমাকে যেমন যত্ন পূর্ব্বক ধারণ করেছিলাম, তুমি তদ্রূপ যথার্থ বন্ধুর কর্ম্ম কর্‌লে, তুমি না থাক্‌লে কে আমার জন্য বিষ আনয়ন কর্‌তো? এই বিপদের সময় আমার মত অভাগিনীকে কে উপকার কর্‌তে স্বীকার কর্‌তো? (ক্ষণেক বিলম্বে) হে পরমেশ্বর! জীবিতাবস্থায়

তোমাকে বিস্মৃত হয়েছি, তোমার নিয়ম পদে পদে ভঙ্গ করেছি, মৃত্যুর পর তোমার সম্মুখে কিরূপে দণ্ডায়মান হবো? হা! পূর্ব্বে যে সকল পাপ করেছি তার ক্ষমা আছে কিন্তু পরিশেষে আত্মঘাতী হয়ে পাপের ভার পরিপূর্ণ কর্‌লেম। হে পরমেশ্বর! এই উৎকট পাপের ক্ষমা কি সাহসে তোমার নিকট প্রার্থনা কর্‌বো! এই বিপদের সময় তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা তোমাকে উপহাস করা মাত্র কিন্তু তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, সকলের অন্তঃকরণ দেখ্‌তেছ, আপন প্রাণ নষ্ট করা ভিন্ন এক্ষণে আমার আর কি উপায় আছে? হা! জননী দ্বারা সন্তান নষ্ট হওয়া কি ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র পাপ হবে? হা পরমেশ্বর যে দিবস তোমার নিয়ম প্রথম লঙ্ঘন করেছ, সেই দিবস আমার দুর্ভাগ্যের আরম্ভ হয়েছে, এক্ষণে উপায় বিহীন হয়ে আপন জীবন নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়েছি। হা! যদি আপন সন্তান রক্ষা করি তবে পিতা মাতা আমার মুখাবলোকন কর্‌বেন না, আমার আত্মীয় স্বজন আমারে শারীরিক শাস্তি দেবে, আমার জন্য যাবজ্জীবন লজ্জিত হবে, পরে আমারে সংসার হতে বহিষ্কৃত করে দিলে, হয় আহারাভাবে জীবন ত্যাগ কর্‌তে হবে, নতুবা জীবন ধারণ জন্য যাবজ্জীবন পাপে প্রবর্ত্ত থাক্‌তে হবে। হা পরমেশ্বর! তুমি করুণাপূর্ণ হয়ে এদেশের রমণীদের প্রতি আর কত দিন দয়া শূন্য হয়ে থাক্‌বে? আর কত দিন আশ্রয়হীন অবলাদের বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধ কর্‌বে? হা! যদি আমি পতির আশ্রয় পেতাম তবে কি আমার অদৃষ্টে এদুর্দ্দশা ঘট্‌তো? সংসার রূপ বৃক্ষে নব মুঞ্জরিত শাখা স্বরূপ হতেম, শুষ্ক পল্লবের ন্যায় এতদ্রূপ পতিত হতেম না, প্রিয়তমা ভার্য্যার ন্যায় পতি সেবা

কর্‌তাম, সন্তান সন্ততি দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তাম। হে জগদীশ্বর! দেশের এই দুর্নীতি রক্ষা করতে যাঁরা প্রাণ পণে যত্ন কর্‌তেছেন, তাঁরা কি আমাদের এই পাপের ভাগী হবেন না? এক্ষণে আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, এখনই বিষ খাই, জীবনের প্রতি যে রূপ ঘৃণা হয়েছে, এক নিমেষও জীবিত থাকৃতে ইচ্ছা হয় না।

[সুলোচনার বিষ ভক্ষণ।

সুখময়ীর প্রবেশ।

সুখময়ী। ঠাকুরঝী একা বসে কি ভাব্‌তেছিস, সব কর্ম্ম শেষ করে এখন বুঝি ভাব্‌না হয়েছে? তা আর ভাব্‌লে কি হবে, যা হবার তা হয়েছে, এখন এ দায় থেকে তো আগে উদ্ধার হ, তার পর ভাবিস্।

সুলোচনা। হাঁ ভাই, সব কর্ম্ম শেষ করেছি বটে, এদায় থেকে একেবারেই উদ্ধার হলেম, আর কারেও আমার জন্যে দায়ে ঠেক্‌তে হবে না।

সুখময়ী। সে কি ঠাকুরঝি! অমন সব কথা বল্‌তেছিস্ কেন? রাঁড় মানুষের কি অমনতর হয় না? কত হচ্চে, আবার শেষ কেটেও যাচ্চে। (আশ্চর্য্য হইয়া) ওমা! তুই অমন ঢুল্‌তেছিস্ কেন? তোর চোক্ ঘুর্‌তেছে, গা কাঁপ্‌তেছে, এর মধ্যে বসে বসে তোর কি হলো, এই বিছেনার উপর ওঠ।

সুলোচনা। (অতি মৃদুস্বরে) ভাই আমি বিষ খেয়েছি, আর অতি অল্পক্ষণ বেঁচে থাক্‌বো, আমার যে দশা হয়েছে, এতে আমার মরাই উচিত। হায় হায়! আগে যদি তোর কথা শুন্‌তেম, যদি তোর মত হতেম, তা হলে আমার এমন দশা কেন হবে? হায় হায়! তা হলে নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিতেম না! অন্য সুখ না হোগ, বাপ মার সেবাতে এক রূপ সুখে কাল কাটাতেম। হায় হায়! এখন সে দুঃখ করা নিষ্ফল, কুকর্ম্মের ভোগ কে খণ্ডাতে পারে! আমি যেমন কর্ম্ম করেছি, বিধাতা আমাকে তেম্‌নি শাস্তি দিলেন। ভাই, এখন একবার বাবাকে আর মাকে ডেকে দেও, শেষ কালে তাঁদের সঙ্গে এক বার দেখা কর্‌তে ইচ্ছা করতেছে। যখন চিরকালের জন্যে চল্লেম, তখন আর তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে লজ্জা কি? আমি মলে তাঁদের লজ্জারও শেষ হবে।

সুখময়ী। ঠাকুরঝি, কেন তুই এমন কর্ম্ম কর্‌লি? (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) ও মা এ কি হলো!

সুলোচনা। আর আমার জন্যে বিলাপ কর্‌লে কি হবে? আমি বিলাপের উপযুক্ত পাত্রী নই। এখন আমার আর বিলম্ব নাই, তুই ভাই শীগ্‌গির মাকে ডেকে নিয়ায়, বোধ্ করি আর একটু পরে চোকে দেখ্‌তে পাব না, আর বিলম্ব করিস্‌নে।

সুখময়ী। তাঁকে কি এই দেখ্‌তে ডেকে নে আস্‌বো? যাই, তিনি বুঝি কর্ত্তার কাছে রয়েছেন, সেই খান থেকে ডেকে নিয়ে আসি।

[সুখময়ীর প্রস্থান।

রসবতীর প্রবেশ।

রসবতী। দিদি তুমি অমন করে রয়েছ কেন, তোমার কি ব্যামো হয়েছে? আহা! কথা কইতে পাচ্চ না যে?

সুলোচনা। রসবতী এসেছিস্, আমি মনে করেছিলেম তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি বিষ খেয়েছি, আর একটু গৌণে মর্‌বো। আমার যা হয়েছে তা জান্‌তে পেরেছিস্?

রসবতী। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! আমি না আস্‌তে আস্‌তে এই কর্ম্ম করেছে। হায় হায়! আমি কেন মত্তে মন্মথের কাছে গেছ্‌লেম, তাইতে দেরি হয়ে এ বিপদ ঘটেছে। আমি এ রকম অনেক দেখেছি কিন্তু এতদূর পর্য্যন্ত কখন দেখি নাই। হায় হায়! আমি কি করে লোকের কাছে মুখ দেখাব? (প্রকাশ) দিদি তুমি এ করেছ কি? এমন কি কারর্ হয় না? আমি যখন আছি তখন কি তোমার কোন বিপদ ঘট্‌তো? আমাকে ডেকে পাঠাও নাই কেন? আমি এ দেখে গিয়ে মন্মথ বাবুকে কি বল্‌বো?

সুলোচনা। রসবতি! যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ কর্‌লে কি হবে? এখন তো আর কোন উপায় নাই। মন্মথ বাবুকে বলো, যে তিনি আমার জন্যে যেন তিলার্দ্ধ দুঃখ না করেন। আমার সঙ্গে তাঁর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই, এই মনে করে যেন আমারে এক বারে বিস্মৃত হন, আমাকে স্মরণ করে তাঁর মন যেন অপবিত্র না করেন। আমার এই দুর্দশা দেখে তিনি যেন ভবিষ্যতে সাবধান হন। (ক্ষণেক ভাবিয়া রসবতি! আমাকে সকলে সুন্দরী বলে,

হা বিধাতা ! তুমি আমাকে কেন অত্যন্ত কুৎসিতা কল্লে না, তা হলে তো আমার এ দুর্দশা হতো না !

পদ্মাবতী ও কীর্ত্তিরাম ঘোষ ও আর আর সমস্ত পরিবারের প্রবেশ।

পদ্মাবতী। (রসবতীকে দেখিয়া) (স্বগত) এই যে পোড়ার মুখী, আমার সোণার সংসারে আগুন দিয়ে এখন রঙ্গ দেখতে এসেছে। আর কোন সময় হলে হারামজাদীকে ভাল করে বুঝ্‌তাম, তা যার জন্যে এত গোল সেই একেবারে জন্মের মত চল্লো, আর এখন ওরে বল্লে কি হবে ? (সুলোচনার হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) ও মা তুই এ কি কর্‌লি ! আমি তোকে কি বলেছি ! কে তোকে কি বলেছে ! ও মা তুই আমায় ফেলে কোথা যাবি ? ও মা আমি তোকে কবে উচু কথা বলেছি ? তুই মা কি দোষে আমাদের সব ফেলে চল্লি ?

সুলোচনা। (অতি মৃদুস্বরে) মা, আমার কথা বন্ধ হয়ে আস্‌ছে, আর চোকে দেখ্‌তে পাচ্চি না। ওমা ! ওমা ! পিপাসায় আমার প্রাণ গেল, আমাকে একটু জল দে, খেয়ে প্রাণটা যুড়াই।

রাইকিশোরী। ওমা ! একটু জল কি আন্‌বো ? এতো আর জ্বর জাড়ী নয়, জল দিতে দোষ কি।

পদ্মাবতী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) মা আমার আর

জ্ঞান গোচর নাই। জলের জন্যে মলো একটু জল এনে দে, তাতে আর কি হবে।

সুলোচনা। ওমা পিপাসায় বুক্ ফেটে গেল! আর বাঁচিনে একটু জল দিয়ে প্রাণ বাঁচা।

রাইকিশোরী। (জলপূর্ণ পাত্র হস্তে) মা এই জল এনেছি। সুলোচনা, পিপাসায় বড় কাতর হয়েছিস্ এই ঘরের কুঁজ থেকে হিম জল এনেছি, যত পারিস্ খা।

সুলোচনা। ও মা! জলের নাম শুনেই প্রাণ যুড়ুলো (হস্ত বিস্তার করিয়া) কৈ দিদি জল দে খাই. (জল পানাকাঙ্ক্ষায় পাত্র ধারণ করিয়া) আ! জল খেলে আরও কতক্ষণ বাঁচ্‌বো (ওষ্ঠের নিকট পাত্র লইয়া) মা তবে জল খাই।

সুখময়ী। (পদ্মাবতীর কর্ণে কর্ণে) ওমা! আজ্ যে একাদশী, ওকে কেমন করে জল দেবে। অভাগিনীর ইহকালটা গেছে আবার পরকালটাও যাবে। ওতো মরবেই আর ওকে জল দিলে কি হবে (সুলোচনার হস্ত হইতে জল পাত্র লইয়া) না ভাই তোর জল খাওয়া হবে না।

সুলোচনা। ওমা! তোরা আমার মুখের জল কেড়ে নিলি! জল জল করে কি আমার প্রাণটা যাবে?

সুখময়ী। ঠাকুরঝি! আপনার কর্ম্মদোষে ইহকালটা গেছে আবার পরকালটা কেন খোয়াবি? আজ্ যে একাদশী, তোর মুখে কেমন করে জল দেব, বরং কাণে একটু গঙ্গা জল দেই, তবু পরকালটা রক্ষা হবে।

সুলোচনা। হা বিধাতা! অভাগিনীর মরণটাও একাদশীর দিনে হলো! মরণ কালে একটু জল খেতেও পেলেম না! জল জল করে প্রাণ বেরুলো!

পদ্মাবতী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওমা! ওমা! তোর যত পাপ হয় তা আমার হবে, তুই জল খা। বৌ তুই গেলাস দে, আমি হাতে করে জল দেব, যে পাপ হয় তা আমার হবে। হা বিধাতা! আমার অদৃষ্টে এত যন্ত্রণাও ছিল!

সুখময়ী। মা তুমি কি পাগল হয়েছ? একাদশীর দিনে রাঁড় মানুষের মুখে জল দেবে? ও পিপাসা আর একটু গৌণে ভাল হবে, বরং চোকে কাণে একটু জল দেই।

সুলোচনা। (দীর্ঘশ্বাস ক্ষেপ করিয়া) তবে যা হয় তা কর। আমার কি আর পরকাল আছে তা যাবে। (ক্ষণেক বিলম্বে হস্ত বিস্তার করিয়া) তুই কোথা মা? আমার বুকের ভেতর কেমন কচ্চে, বুকে হাত দে।

পদ্মাবতী। এই যে আমি মা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওমা! আর কেন অভাগিনীকে মা বলে ডাক্‌তেছিস্? ওমা! বিষ খেয়ে কি এখনও তোর মায়া আছে? ওমা! তুই সকলকে কেমন করে ফাকী দিয়ে চল্লি? ওমা! তোর চাঁদ মুখ আর না দেখে কেমন করে বেঁচে থাক্‌বো? ওমা তুই কোথায় যাবি, আমায় সঙ্গে করে নে যা। (চতুর্দ্দিকস্থ আর আর সকলকে সম্বোধন করিয়া) ওগো! এর কি আর উপায় নাই? তোরা কাকেও ডাক্‌না, এর কি চিকিৎসা নাই?

সুলোচনা। ওমা! আর চিকিৎসায় কাজ নাই, আমি আর অল্পক্ষণ বেঁচে থাক্‌বো, আমার মত অভাগিনীর জন্যে কেন তুমি এত বিলাপ কর্‌তেছ? মা! আমি মরে গেলে আমাকে ভুলে যেও। মা তোমার সব রইলো, স্বচ্ছন্দে সংসার ধর্ম্ম কর। মা আমি কি সুখে বেঁচে ছিলেম

বল দেখি, তা আমার জন্যে তুমি দুঃখ করতেছ ? আমার মরণ হলো, এখন হাড় যুড়ুলো। ও মা বাবা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না ?

পদ্মাবতী। এই যে তিনি এসেছেন, হায় হায় ! তিনি যদি মানুষ হতেন তবে তোর মা, এমন দশা কেন হবে ? বিধবার বিয়ে হলো, সর্ব্বনাশ হলো বলে বলে দলাদলি করে বেড়্য়েছেন, এখন ঘরে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

কীর্ত্তিরাম। অধর্ম্মে পতিতা কন্যার মৃত্যু শয্যায় কুতয় ভার্য্যা আপন স্বামীরে মিথ্যা নিন্দা করতেছে ? যে সম্পূর্ণ অপরাধী তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে অপরাধী করতেছে ?

পদ্মাবতী। এখন তোমার মেয়ে মত্তে যাচ্চে, আমাকে তুমি মুক্ করতে বস্‌লে।

কীর্ত্তিরাম। কন্যার মৃত্যু আপন কর্ম্ম দোষে উপস্থিত হয়েছে। এমন কন্যার মৃত্যুতে দুঃখিত হওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম।

সুলোচনা। পিতা ! আমার কর্ম্ম দোষেই আমি মর্‌তেছি তার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অন্তিম কালে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

কীর্ত্তিরাম। ব্যভিচার পাপের ক্ষমা নাই।

সুলোচনা। পিতা ক্ষমা কর।

কীর্ত্তিরাম। আত্মঘাতীর ক্ষমা নাই।

সুলোচনা। পিতা ! আর সকলেই আমাকে ক্ষমা করেছেন, তুমি আমার প্রতি নির্দ্দয় হয়ো না।

কীর্ত্তিরাম। দুর্ভাগা সন্তান ! যখন আমার নির্ম্মলকুলে কলঙ্কার্পণ করেছিলে তখন আমার প্রতি তোমার দয়া হয়েছিল ? যখন ব্যভিচার আমোদে উন্মত্তা ছিলে, তখন

আমার ভবিষ্যৎ লজ্জা ও কলঙ্ক ভ্রমেও বিবিচনা করে ছিলে? এখন ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌তেছ?

স্মুলোচনা। পিতা! তন্নিমিত্ত বিস্তর শাস্তি পেয়েছি—বিস্তর অনুতাপ করেছি।

কীর্ত্তিরাম। হা দুশ্চারিণী! এক্ষণে পরকালের আশঙ্কা হয়েছে, ইহাই তোমার অনুতাপ। তুমি এক দিনের জন্য পূর্ব্ব পাপের আক্ষেপ কর্‌তেছ, আমি যত দিন জীবিত থাকৃবো তোমার জন্য কাহারও সহিত সাহস পূর্ব্বক আলাপ কর্‌তে পার্‌ব না। হা! তোমার এক দিবসের আক্ষেপে এই সমুদয় পাপ বিমোচন হবে? হা অভাগিনী! তোমার ইহকালে ক্ষমা নাই, তোমার পর কালেও ক্ষমা নাই।

স্মুলোচনা। হা পরমেশ্বর! তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ কর্‌লে! আমার পিতা আমাকে ক্ষমা কর্‌লেন না! পিতা! এক্ষণে আক্ষেপ ভিন্ন আমার আর কি উপায় আছে? হা! যাদের নিষ্কলঙ্ককুলে কলঙ্কার্পণ কর্‌লেম, যাদের অপরিসীম মনঃপীড়া দিলেম, মৃত্যুকালে তাঁদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করণ ভিন্ন আমার আর কি উপায় আছে? বিবেচনা কর দেখি, বাল্যকালাবধি আমি কোন্ দিবস স্মুখী হয়েছি? পিতা! আমার মত অভাগিনী এই ত্রিজগতে আর কে আছে?

কীর্ত্তিরাম। পাপীয়সী! এদেশে কি আর বিধবা নাই, তুমিই যাবজ্জীবন ক্লেশ পেয়েছ, আর কেহ কি ক্লেশ পায় নাই? সকলেই কি তোমার মত পাপ পঙ্কে নিমগ্না হয়েছে?

স্মুলোচনা। পিতা! সকলের কি সমান প্রবৃত্তি?

সকলের কি সমান সহ্ব গুণ? যাদের স্বাভাবিক সুপ্রকৃতি তারা ধর্ম্ম পথে আছে, যাদের মন আমার মত চঞ্চল তাদের এই রূপে দুর্ঘটনা ঘটেছে। হায়! আমার যদি পতি আশ্রয় থাক্‌তো, তা হলে কি আমি এরূপ কুকর্ম্মে রত হতেম! তা হলে কি আমাকে অত্মঘাতিনী হতে হতো! তা হলে তোমাকে কি কলঙ্ক—লোকলজ্জা ভোগ কর্‌তে হতো! (অত্যন্ত ক্লান্তা হইয়া) আঃ! আর কথা কইতে পারি না। বুঝি বাক রোধ হলো। পিতা আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

পদ্মাবতী। তুমি কি পাষাণ দে মন বেঁধেছ? মেয়ের এত খেদেও কি তোমার দয়া হয় না?

কীর্ত্তিরাম। (স্বগত) হা! শেষাবস্থায় আমার শাস্তির শেষ হলো। হা! এখন চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিধবা বিবাহের কর্ত্তব্যতা প্রমাণ হলো। হা! সুলোচনার যদি বিবাহ দিতাম, তা হলে এ বিপদ কদাচ ঘট্‌ত না, কিন্তু "নির্ব্বানদীপে কিমুতৈলদানং" এক্ষণে আর কি উপায় আছে। হা! আমি বিধবা বিবাহের কত বিপক্ষতাচরণ করেছি, এক্ষণে আমকে এই স্ত্রী হত্যা পাতকের অংশী হতে হলো। হায় হায়! এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। (প্রকাশ) হা দুর্ভাগা সন্তান! তোর বিলাপে আমার ক্রোধ দূরে থাকুক, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে! তোকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, আমি তোর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌তেছি। হা! আমি যদি ভ্রমান্ধ না হয়ে তোর বিবাহ দিতাম, তা হলে তোর এরূপ মৃত্যু কদাচ হতো না। হা! তোর মত কত দুর্ভাগা রমণী এই রূপে জীবন পরিত্যাগ করেছে! হা! স্বামী আশ্রয় পেলে তোর মত কত অভাগিনী এরূপ বিপদে পতিতা না হয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বা

কর্‌তে পার্‌ত! (সুলোচনার শয্যায় বসিয়া) হে করুণানিধান সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর! এই দুর্ভাগা রমণীকে আমি যেমন আর ঘৃণা কর্‌তে না পারিয়া ক্ষমা কর্‌লাম তুমি তাকে সেই রূপ ক্ষমা কর! তাহার পাপের সমুচিত শাস্তি দিয়াছ।

সুলোচনা। পিতা এখন মৃত্যুতেও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দ বোধ হবে। হে পরমেশ্বর! তুমি এখন আমাকে আর পরিত্যাগ কর্‌বে না, কারণ আমার জন্মদাতা পিতা আমাকে ক্ষমা কর্‌লেন। (স্বগত) হে জগদীশ্বর! যিনি আমার এই দুর্দ্দশার কারণ, যাহারা আমাকে এই কুকর্ম্মে কোন রূপে সাহায্য করেছে, এই মৃত্যু শয্যায় সরলান্তঃকরণে তাদের ক্ষমা কর্‌তেছি, আমার দুর্ভাগ্যের কারণ আমি ভিন্ন আর কেহ নহে। হা! আমি যদি ইচ্ছা কর্‌তাম তবে অনায়াসেই ধর্ম্ম পথে থাক্‌তে পার্‌তাম, অনায়াসেই তোমার নিয়ম প্রতিপালন কর্‌তে পার্‌তাম। তাহারা যদি আমার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়, আমিও তাদের পাপের কারণ হয়েছি। (প্রকাশ) মা! আর যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্চি না। কৈ তোমার হাত দাও, বাবা তোমার হাত দাও, দিদিরা তোমরা কোথা, তোমাদের হাত দাও। (সকলের হস্ত ধারণ করিয়া) আমাকে শেষ বিদায় দেও, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, মধ্যে মধ্যে স্মরণ করো, এক অভাগিনী তোমাদের সংসারে জন্মেছিল পরে আপনার কর্ম্মদোষে অধর্ম্মে পতিত হয়ে আত্ম-ঘাতিনী হয়েছে।

(সুলোচনার মৃত্যু ও সমস্ত পরিবারের আক্ষেপ)

বিধবা বিবাহ নাটক সমাপ্ত